জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বাংলাদেশে ভোট

১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ভোট ঘোষণা। ২০০টি আসনে ভোট হবে। একই দিনে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট। এবারে বাংলাদেশে ভোট দেবেন প্রায় ১৩ কোটি মানুষ। উল্লেখযোগ্য হল ভোটে নেই আওয়ামি লিগ

দিনভর উত্তুরে হাওয়া

আগামী ৭ দিন উত্তুরে হাওয়ার দাপট থাকায় দিনভর শীতের আমেজ। দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি। দার্জিলিংয়ে তাপমাত্রা নেমেছে ৪ ডিগ্রিতে। ১৬ ডিগ্রি তাপমাত্রা উপকূলের জেলায়

সংসদে বিরোধীদের তাক করতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখে 'শালা'

চুঁচুড়া পুরসভার নয়া পুরপ্রধান নির্বাচিত হলেন সৌমিত্র ঘোষ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৯৭ ● ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 197 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 12 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

জবাব পাই না আমরা ■ বিজেপি চিঠি দিলেই কমিশনের কাজ শুরু

বৈধ নাম বাদ গেলেই ধরনা

অর্ক দাস ● কৃষ্ণনগর

যত দিন যাচ্ছে এসআইআর নিয়ে বিজেপি-কমিশনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সুর আরও বেশি চড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের সভা থেকে সেই চড়া সুরেই তীব্র আক্রমণ শানালেন তিনি। এবার বাংলার মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, একটাও বৈধ নাম বাদ গেলে ধরনায় বসবে মা-বোনেরা। সেইসঙ্গে বললেন, এই লড়াইয়ে মা-বোনেরা

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানের জনসভায় আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী। ডানদিকে মতুয়াদের সঙ্গে বিশেষ মুহূর্তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার।

ভিতরের পাতায়

- বাংলার বস্ত্রশিল্পের গৌরব পুনরুদ্ধারে মসলিনতীর্থ
- এটা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়, সবাইকে অ্যারেস্ট করেছি
- ১০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে জুটশিল্পে কাজ
- ২০২৯ পর্যন্ত টিকবে না বিজেপি, চ্যালেঞ্জ নেত্রীর

সামনে থাকবে। ছেলেরা পিছনে। বাড়িতে যেসব রান্নার সরঞ্জাম আছে সেসব নিয়ে তৈরি থাকতে হবে।

এদিন জনসভার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিলেন জননেত্রী। তুলোধোনা করেন কমিশনকেও। তিনি বলেন, 'বিজেপির পতন' শীঘ্রই। ২০২৯ সালের নির্বাচন পর্যন্ত যেতে হবে না। ওদের গদি তার আগেই উল্টে যাবে। ভোটের আগে রাজ্যে দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়া থেকে শুরু (এরপর ১০ পাতায়)

শাহর দু'চোখে দুর্যোগ, দুর্যোধন-দুঃশাসন

প্রতিবেদন : কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে ফের অমিত শাহকে কড়া আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে ভয়ঙ্কর বলে নেত্রী বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দু'চোখে দুর্যোগ। এক চোখে দুর্যোধন, অন্য চোখে দুঃশাসন। এসআইআর-আবহে ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি ও কমিশনের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকেই গর্জে উঠেছেন। সেই ধারা অব্যাহত রেখেই বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের সভাতেও সমান আক্রমণ চালিয়েছেন। নেত্রী বলেন, সাতবারের সাংসদ। আপনাদের আশীর্বাদে তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। আমাকে আজ

আনকাট মুখ্যমন্ত্রী

- মা-বোনেরা সামনে থাকবে। পিছনে থাকবে ছেলেরা
- ভোট ঘোষণা হয়নি। শুরু ডিএমদের ভয় দেখানো
- তাড়াহুড়ো করে এসআইআর কেন? হোয়াই সো হাংরি
- এরা ভোট করছে লুট, আর বলছে ঝুট
- বিহারে যা করেছেন, বাংলায় তা হবে না
- মানুষ সরকার নির্বাচিত করে, ইলেকশন কমিশন নয়
- বাংলায় এনআরসি হবে না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না

প্রমাণ করতে হবে, আমি নাগরিক কি না! কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ১১ ডিসেম্বর এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এখনও কমিশনের দেওয়া এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেননি। বৃহস্পতিবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সেই কথা জানান। এদিন মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিলেন, শুনুন আমি এখনও ফর্ম ফিলাপ করিনি। কেন করিনি? তিনবার সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম। সাতবার এমপি হয়েছি। আর আপনাদের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছায় (এরপর ১০ পাতায়)

২০ হাজার ৩০ কিমি রাস্তার সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর : রাজ্যের প্রতিটি কোনায় কোনায় উন্নয়ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে। বৃহস্পতিবার এক দিনে ২০ হাজার ৩০ কিমির মেগা রোড প্রোজেক্টের সূচনা উন্নয়নের তালিকায় নজির হয়ে থাকল। এদিন কৃষ্ণনগর থেকে 'পথশ্রী' ও 'রাস্তাশ্রী' প্রকল্পের রাস্তাগুলির ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কাজের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূচনার পর (এরপর ১০ পাতায়)

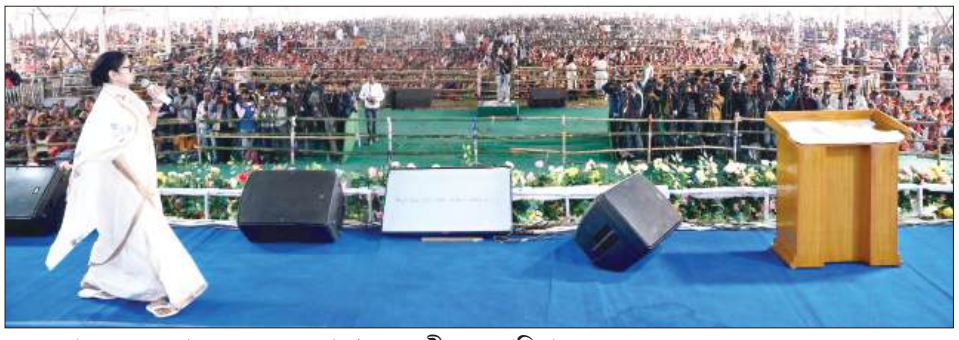

কৃষ্ণনগরের জনসভায় জনসমুদ্রের মাঝে জননেত্রী। বৃহস্পতিবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

রাজশক্তি

দেশের মানচিত্র নয়
এ মানচিত্র ষড়যন্ত্রের
রাজশক্তি রাজতিলক
এ সবই হচ্ছে দম্ভের।
মুখোমুখি নীতির লড়াই
যখন হয়েছে ক্লান্ত
তখন ষড়যন্ত্রের মানচিত্র
তোমার পথনিশানা ভ্রান্ত।
তোমার কোনও পরিসীমা নেই।
ভূগোল তুমি জানো না,
ইতিহাস, তোমাকে ভুলে গেছে
ভাবছে কারও ধার ধারে না
তুমিই তোমার শেষ অস্ত্র!
চুলে তোমার পাক ধরেছে
গায়ে তোমার ছলনার নামাবলি
রোজ নাটক দেখছ?

দেখে যাও, দেখে যাও
তোমাকেও চেনা দরকার
দম্ভ তোমার ফুরিয়ে যাবে
রাজা তুমি নও জনতার।

বিজেপির কীর্তি! মাতঙ্গিনী হয়ে গেলেন মাতা গিনি

প্রতিবেদন : সংসদে প্রতিদিন নতুন নতুন কীর্তি তৈরি করছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার বিজেপির আর-এক সাংসদ স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে বলতে গিয়ে মাতঙ্গিনী হাজরার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর নাম হয়ে গেল মাতা গিনি এবং মুসলিম। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পরেই দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড়। এ প্রসঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তৃণমূল বলেছে, মাতঙ্গিনীদের কোনও ধর্ম নেই, তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী। হিন্দু-মুসলিম গণ্ডিতে তাঁদের বাঁধা যায় না। হতেই পারতেন তিনি মুসলিম। তাতেও কিছু যায়-আসে না। কিন্তু বিজেপির সাংসদ বিন্দুমাত্র কিছু জানেন না। মাতঙ্গিনী শহিদ। দেশের পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
12 December, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৫৬ অনুপম ঘটক (১৯১১-১৯৫৬) মারা যান। স্বর্ণযুগের বরণীয় সুরকার। জীবনের শুরুতে বেতারে গান গেয়েছেন, সুরকার বিষেণচাঁদ ও রাইচাঁদ বড়ালের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। সংগীত পরিচালক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর কলকাতা-মুম্বই-লাহোর ঘুরে বেড়িয়েছেন ছায়াছবির গানের সুর দিতে। কিছু বাংলা ছায়াছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন, যেমন— মহুয়া (১৯৩৪), বিদ্রোহী (১৯৩৫), গৃহদাহ (১৯৩৬)। একটি হিন্দি ছায়াছবি পরিচালনাও করেছিলেন। পাঞ্জাবিতেও ওঁর গানের রেকর্ড আছে। পিয়ানো এবং বাঁশিও খুব ভাল বাজাতেন।

১৯৫৬-র শুরু থেকেই শরীরটা একদম ভাল যাচ্ছিল না অনুপমের। তবু তারই মধ্যে হীরেন বসুর 'একতারা' ছবির সুর করছেন। সংগীতময় ছবি, সুতরাং গান অনেক, শিল্পীও বহু : কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাধারানি দেবী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু প্রমুখ। এঁদেরকে দিয়ে গাওয়ালেন গান। কিন্তু ছবিটির মুক্তি দেখে যেতে পারলেন না। মারণ-রোগ বাসা বেঁধেছিল শরীরে। ক্যানসার। এদিন প্রয়াত হলেন এই অসামান্য সুরস্রষ্টা।

১৯০১ গুগলিয়েলমো মার্কনি এদিন আটলান্টিকের ওপারে প্রথম বেতার সংকেত পাঠান এবং পাল্টাসংকেত গ্রহণ করেন। সম্ভবত এর আগেই ১৮৯৯ সালে মার্কনি বাংলার জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এ তথ্য দিয়েছেন খোদ মার্কনির নাতি পারসেশচে মার্কনি। ২০০৬ সালে কলকাতায় এসে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর চোখে পড়ে সেই যন্ত্রাংশটি, যা ব্যবহার করে তাঁর পিতামহ আটলান্টিকের ওপারে রেডিও সংকেত পাঠাতে সফল হন। যন্ত্রটির নাম ডিটেক্টর বা কোহেরার। এটি না হলে তাঁর পরীক্ষা সফল হওয়ার প্রশ্নই আসত না। মার্কনি তাঁর সফলতার পর খোলাখুলি জানাননি যে আটলান্টিক পাড়ের তরঙ্গ গ্রহণ করতে তিনি জগদীশ বসুর গ্রাহকযন্ত্র ব্যবহার করেছেন। ওদিকে জগদীশচন্দ্র ১৮৯৯ সালে লন্ডনে রয়্যাল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধে এ-বিষয়ে বিশ্ববাসীকে প্রথম অবহিত করেন, সেই লেখাও রহস্যজনকভাবে হারিয়ে যায়।

১০৯৮ প্রথম ক্রুসেডে মারাত আল নুমানের গণহত্যা। এদিন রেমন্ডের বাহিনী মারাত আল নুমান শহরের দেওয়াল ভেঙে ঢুকে পড়ে। শহরটিকে খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা যতটা সমৃদ্ধিশালী ভেবেছিল, শহরটা মোটেই সেরকম ছিল না। শহরটাতে না ছিল খাদ্য-পানীয়, না ছিল তত ধনসম্পদ। পর্যাপ্ত খাবারদাবার না পেয়ে ক্রুসেডারদের অনেকে নিহত মুসলমানদের মাংস খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেছিল। মারাত অধুনা সিরিয়ায় অবস্থিত। স্থানীয় লোকগাথায় এই নরহত্যা ও নরমাংস ভক্ষণের স্মৃতি আজও ধরা আছে।

১৯১০ বিমল ঘোষ (১৯১০-১৯৮২) এদিন বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে জন্ম নেন। খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক। ছদ্মনাম 'মৌমাছি'। তাঁরই উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় আনন্দবাজার পত্রিকায় শুরু হয়েছিল 'আনন্দমেলা'। 'মণিমালা' নামে শিশু কিশোরদের একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

২০০৫ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫) এদিন মারা যান। একবার কবি উৎপলকুমার বসু বলেছিলেন, সন্দীপন মিসিং লিঙ্ক। বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, কমলকুমার মজুমদার একটা ধারাবাহিকতা, কিন্তু সন্দীপন, প্রক্ষিপ্ত। এই গদ্য বাংলা ভাষায়, অপূর্ব। সৃজনশীল স্বাধীনতার কট্টর সমর্থক, হাংরি আন্দোলনের শরিক সন্দীপন তাঁর 'আমি ও বনবিহারী' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন।

১৯১১ বঙ্গভঙ্গ রদ হয়েছিল এদিন। আর সেই সঙ্গে কলকাতা হয়ে গেল ব্রিটিশ রাজের দুয়োরানি। নথি ঘাঁটলে দেখা যায়, এ নিয়ে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল দ্য স্টেটসম্যান এবং তার প্রধান কারণ ছিল কলকাতার বাণিজ্যিক গুরুত্ব! এসব কথা স্বপ্নের মতো শোনায় আজ।

১৯৮০ সিদ্ধার্থ শুক্লার (১৯৮০-২০২১) জন্মদিন। একটি বেসরকারি চ্যানেলের 'বালিকা বধূ' ধারাবাহিকের মাধ্যমে পরিচিতি পান সিদ্ধার্থ। 'হাম্পটি শর্মা কি দুলহনিয়া' ছবিতে আলিয়া ভট্ট এবং বরুণ ধবনের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি। 'সাবধান ইন্ডিয়া' এবং 'ইন্ডিয়াজ গট ট্যালেন্ট'-এর মতো রিয়্যালিটি শো-তেও সঞ্চালক হিসেবে বেশ কিছু দিন কাজ করেছিলেন। এর পর ২০১৯ সালে 'বিগ বস'-এর ১৩ তম সিজনে প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪০ বছর বয়সে মারা যান তিনি।

কর্মসূচি

■ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হল সুন্দরবন দিবস। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের রুদ্র নগর বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে সাগর ব্লকের প্রান্তিক চাষিদের মধ্যে ব্যাটারিচালিত স্প্রে মেশিন, ধান ঝাড়াই মেশিন, সেট নেট বিতরণ করেন দফতরের মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, বিডিও কানাইয়াকুমার রায় প্রমুখ। কুলতলির জামতলা বাজার সংলগ্ন লাইব্রেরি প্রাঙ্গণের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল, বিডিও সুচন্দন বৈদ্য প্রমুখ। কাকদ্বীপের র‍্যালিতে ছিলেন বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ১৩ ব্লকে পালিত হল সুন্দরবন দিবস।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৮২

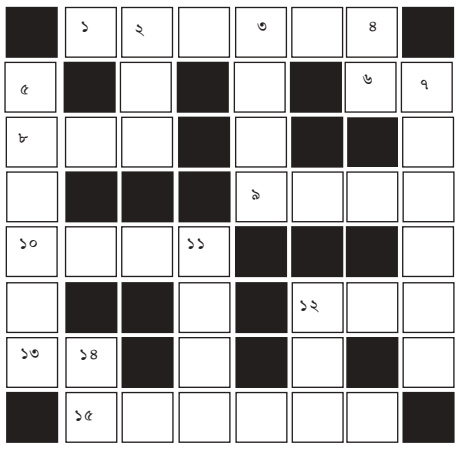

পাশাপাশি : ১. শক্তিশালী বিস্ফোরকবিশেষ ৬. অল্পবয়স্ক ৮. সূর্য, রবি ৯. দেহে সুড়সুড়ুনির অনুভূতি ১০. সদয় ১২. মানসিক চাঞ্চল্য, ব্যাকুলতা ১৩. কদম্ব ১৫. কোনও লেখকের সমস্ত রচনার সংকলন।

উপর-নিচ : ২. ধর্মবিশ্বাস ৩. বড়ো আকারের একধরনের কন্দবিশেষ ৪. খাটা ৫. কালিকাদেবী, কালী ৭. মৃত ১১. লম্বা মতো, লম্বাটে ১২. মঠ ১৪. আপন নয়।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৮১ : পাশাপাশি : ২. মোহবন্ধন ৫. লিঙ্গদেহ ৬. নিস্তেজ ৭. তেলাপিয়া ৯. জলধর ১২. তবল ১৩. যোগদান ১৪. দখলত্যাগ। **উপর-নিচ :** ১. খালিহাতে ২. মোহনিয়া ৩. বনজঙ্গল ৪. নয়কো ৮. পিষ্টতণ্ডুল ৯. জলযোগ ১০. রক্তনদী ১১. পার্ষদ।

১১ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯০০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৯৬৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৮৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৮৯৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯১.০৩	৮৯.৬৪
ইউরো	১০৬.৬৬	১০৫.০৪
পাউন্ড	১২১.৯৫	১১৯.৮০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ আলিয়া ভাট

■ রিয়া সেন

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

12 December 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজ ময়দানে জনসভার কিছু মুহূর্ত

বাংলার বস্ত্রশিল্পের গৌরব পুনরুদ্ধারে মসলিনতীর্থ

অর্ক দাস • কৃষ্ণনগর

প্রায় বিলীন হয়ে-যাওয়া মসলিন শিল্পের পুনরুজ্জীবনে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নদিয়ার জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী খতিয়ান তুলে ধরে জানান, নদিয়ার কুটিরশিল্প নিয়ে তৃণমূল সরকারের আমলে কী কী কাজ হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর নদিয়ায় এসে জানতে পারি, নদিয়ার মসলিন শিল্পী মাত্র ছয়জন অবশিষ্ট আছেন। তার পরেই মসলিনকে কীভাবে বিশ্বে সমাদৃত করা যায় এবং এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এরপরই তিনি গড়ে তোলেন মসলিনতীর্থ। এই মসলিনতীর্থের মাধ্যমে বাংলার বস্ত্রশিল্পের গৌরব পুনরুদ্ধার হয়। নবাব আমল থেকেই তৈরি হয়ে থাকা মসলিন জগদ্বিখ্যাত ছিল, শুধুমাত্র কারুকার্য নয়, সুতোর মাধ্যমে তৈরি এই শিল্পের কারিগররা এতই দক্ষ ছিলেন একটি আংটির মধ্যে দিয়ে পুরো শাড়িটিকে প্রবাহিত করতেন। মুসলিম কারিগরের অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কথায় স্বীকৃতি দিয়ে জানান, মুখ্যমন্ত্রী এইভাবে পাশে না দাঁড়ালে বাংলার কুটিরশিল্প থেকে চিরতরে হারিয়ে যেত মসলিন। এদিনের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নদিয়া জেলায় মসলিনতীর্থের পাশাপাশি তিনি মৃৎশিল্পের হাব, কাঁসা-পিতলের শিল্প হাবও প্রতিষ্ঠা করেছেন। নদিয়া বরাবরই মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য জগদ্বিখ্যাত, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, সরভাজা তার মধ্যে অন্যতম। নদিয়ার সেই জগদ্বিখ্যাত মিষ্টান্ন দ্রব্যকে বিশ্ববাজারে তুলে আনার জন্য শুরু করা হয় সরতীর্থ।

এটা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়

সবাইকে অ্যারেস্ট করেছি: মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : ব্রিগেডে বিজেপির গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে প্যাটিস বিক্রেতাকে মারধরের ঘটনায় ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে গর্জে উঠলেন। বিজেপির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগার পাশাপাশি দিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তাও। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়। বাঙালি ফেরিওয়ালাকে মারধর ও তাঁর ব্যবসার জিনিস নষ্ট করা থেকে শুরু করে তাঁকে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়ার ঘটনার নিন্দা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই ঘটনায় সবাইকে গ্রেফতার করেছি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গরিব হকার একটা জিনিস বিক্রি করতে গিয়েছে। সব মিটিংয়েই কেউ কিছু না কিছু বিক্রি করে। কেউ ঝালমুড়ি, কেউ ভেলপুরি বিক্রি করে। সেও তার মতো বিক্রি করতে গিয়েছে। তার মাথায় এটা খেলেনি যে এটা বিক্রি করব, না ওটা বিক্রি করব। তার জন্য ধরে মেরেছে! যারা গায়ে হাত দিয়েছে কাল সব ক'টাকে গ্রেফতার করেছি। উল্লেখ্য, ময়দান থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত সৌমিক গোলদার-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। মুখ্যমন্ত্রী একই সঙ্গে জানিয়ে দেন, বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে যেভাবে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত বাসিন্দাদের বয়ে বেড়াতে হয়, তা বাংলায় চলবে না। তাঁর স্পষ্ট কথা, এটা বাংলা, এটা উত্তরপ্রদেশ নয়। এখানে তোমাদের হুকুম, আদেশ চলবে না।

সম্পাদকীয়

12 December, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লজ্জা

সংসদের বুকে প্রত্যেক দিন লজ্জার ইতিহাস তৈরি করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কখনও জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে, কখনও বন্দে মাতরম্ নিয়ে, আবার কখনও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা, মাস্টারদা সূর্য সেনকে মাস্টার এবং পুলিনবিহারী দাসকে পুলিনবিকাশ বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। লজ্জার সীমা পার করলেন বিজেপির আর এক সাংসদ। এবার মাতঙ্গিনী হাজরাকে মাতা গিনি বানিয়ে দিলেন সেই সাংসদ, সঙ্গে বললেন, মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন মুসলিম। নোট দেখে বলেন সাংসদরা। তাতেও ভুল তথ্য। ভুল নাম। মাতঙ্গিনীদের কোনও ধর্ম নেই, তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিপ্লবী। হিন্দু-মুসলিম গণ্ডিতে তাঁদের বাঁধা যায় না। হতেই পারতেন তিনি মুসলিম। তাতেও কিছু যায়-আসে না। মাতঙ্গিনী শহিদ। দেশের পতাকা হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন, গুলি খাচ্ছেন, সেটাই ভারতমাতার প্রতীক। সাহসিনী বিপ্লবীকে এভাবেই দেশ চেনে। তিনি হিন্দু না মুসলিম সে প্রশ্ন তোলে কোন আহাম্মকরা। এই বিপ্লবী নেত্রীকে বিজেপি পরিচয় করাচ্ছে ধর্মকে সামনে এনে। দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ন্যূনতম জ্ঞান থাকলে, পড়াশোনা থাকলে, চর্চা থাকলে তবেই এ-সব নিয়ে আলোচনা করা যায়। যারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল, ইংরেজদের চরবৃত্তি করেছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্রিটিশদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে এরচেয়ে বেশি কিছু আশা করাটাই অন্যায়। জনগণের ভোটে এদেরকে ভোকাট্টা করে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়াটাই হবে আসল জবাব।

e-mail থেকে চিঠি

ভণ্ডামি বন্ধ করুক বিজেপি

বিজেপির পোষা নেড়িকুকুরেরও অধম কিছু লোকজন বলার চেষ্টা করছে যে গীতাপাঠের আসরে শেখ সিরাজুল নাকি ভেজ প্যাটিসের নাম করে চিকেন প্যাটিস চালানোর চেষ্টা করছিল, আর সেই কাজ নাকি হিন্দু ভাবাবেগকে আহত করেছে, আর তাই তাকে একটু কড়কে দেওয়া হয়েছে। যাদের নেতা বুদ্ধিজীবীদের কড়কে দেবার কথা বলেন তারা এক শেখ রিয়াজুলকে ছেড়ে কথা বলবেন কেন? শেখ রিয়াজুল নামটাই তো যথেষ্ট ঐ মারধরের জন্য, তারওপরে আবার চিকেন প্যাটিস, মেরেই যে ফেলা হয়নি এই তো ঢের। কেবল ভাবাবেগে আঘাত করার জন্যই তো মহম্মদ আখলাখ বা সাব্বির মল্লিককে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, দোষীরা তো কেউ শাস্তি পায়নি। যোগীরাজ্যের পুলিশ তো জানিয়েই দিয়েছে মামলা খারিজ। কাজেই শেখ রিয়াজুল, একজন সংখ্যালঘু, বিজেপি-কল্পিত এই ভাবি হিন্দু রাষ্ট্রে প্যাটিস বিক্রি করছিল, তাও আবার গীতাপাঠের আসরে, তাকে মেরে না ফেলে খানিক ধোলাই দিয়েই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এটাই কি যথেষ্ট মানবিক নয়? কিন্তু কয়েকটা প্রশ্ন আছে। (১) শেখ রিয়াজুল কি গীতাপাঠের আসরে আমিষ প্যাটিস বিক্রি করতে গিয়েছিল? তাও আবার নিরামিষ প্যাটিস বলে আমিষ চালানোর চেষ্টা করছিল? নাকি শেখ রিয়াজুল রোজ ওই গড়ের মাঠেই প্যাটিস বিক্রি করতে যায়, ৩৬৫ দিন। সেই গড়ের মাঠে কখনও যদি বিজেপির বকলমে কিছু মুখোশধারী সংগঠনের, কারণ বিজেপির নামে জমায়েত ডাকলে তো লোক আসবে না, তাই গীতাপাঠ ইত্যাদির নামে লোক জড়ো করা হয় আর শেখ রিয়াজুল প্যাটিস যদি রোজকার মতো বেচতে যায়, তবে দোষ কোথায়? এটা তার পেটের লড়াই, তার রোজগারের উপায়। (২) হিন্দু ধর্মের কোনখানে বলা আছে যে গীতাপাঠের আসরে আমিষ খাওয়া যাবে না? রবিবার গড়ের মাঠ জুড়ে এমন কোনও নির্দেশিকা ছিল কি? ছিল না। বাঙালি হিন্দুদের বিয়ে দেখেছেন? আগে শালগ্রাম শিলা স্থাপন হয়, মানে নারায়ণ স্থাপিত হন, তারপর উপবাস করা মহিলা আর পুরুষ আর কন্যা সম্প্রদান যিনি করবেন তাঁরা বসেন। সেই বিয়ের মণ্ডপের পাশেই খাবারের প্যান্ডেল বা ব্যবস্থা, যেখানে মাছ-মাংস চিংড়ি-কাতলা চিকেন-মাটন— সব খাওয়া হয়। সুতরাং, সেদিন শেখ রিয়াজুল যা করেছে সেটাই লক্ষ লক্ষ বাঙালি হিন্দু রোজ করে, রোজ। ওপরে ঠাকুরকে ফুল বেলপাতা দিয়ে রবিবারের মাংসের ঝোল নিয়ে খেতে বসে মধ্যবিত্ত বাঙালি। এসব বিজেপি না জানলে তাদের জানাতে হবে।

— **শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ওদের অস্ত্র নাকি এসআইআর

ঝেঁটিয়ে করব পগার পার

এতকিছু করেও শেষ রক্ষা হবে না। বঙ্গবাসী বিজেপিকে এই রাজ্যটিকে কবজা করতে দেবে না। কিন্তু তা হলেও সতর্ক থাকতেই হবে। এটাই এই সময়ের বাস্তবতা। এটাই এই সময়ের দাবি। রাখঢাক না করে কোদালকে কোদাল বলে আওয়াজ তুললেন সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায়

(১) নোটিশ পেলেন নাকি? (২) ইনিউমারেশন ফর্ম জমা করেছিলাম কিন্তু খসড়া তালিকায় নাম নেই কেন? (৩) নোটিশ এসেছে, এবার কোথায় যেতে হবে একটু বলে দিন না! আর কী কী কাগজ নিতে হবে? (৪) নাম বাদ চলে গেলে কি আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করতে হবে? নতুন ভোটার হিসেবে? (৫) কত লাখ বাদ গেল শেষ পর্যন্ত?

অতঃপর এসব প্রশ্নে মুখরিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ।

এবং এটাই প্রমাণিত সত্য, এসআইআর আসলে ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধন নয়, এ এক হরর মুভি। ভোটার কার্ড নিয়ে এমন অবস্থা এর আগে কখনও হয়নি। এবারই হচ্ছে। কারণ, বিজেপির বি টিম নির্বাচন কমিশন। তাদের একমুখী অ্যাজেন্ডা— এসআইআর।

বাংলায় এত বছরেও যে বিজেপির সংগঠন মজবুত হয়নি, সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। ৯৪ হাজার বুথে দলীয় স্বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো কর্মী তাদের নেই। ঘরে ঘরে জনসংযোগ তাদের নেই। গ্রামাঞ্চলে কিংবা শহরের নাগরিকরা কতজন বিজেপি কর্মীকে চেনেন প্রশ্ন করা হলে, উত্তর হাতড়াতে হবে। তাহলে ওরা ভোট উতরাবে কীভাবে? ভরসা তাই, এসআইআর। এবং এসআইআর-এর এই অঙ্ক মোটেও মাঠেঘাটে হবে না। বোঝাই যাচ্ছে, সবটাই হবে ঠান্ডা ঘরে।

বিজেপি পার্টি অফিসে বানানো তালিকা ধরে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা।

এমনটা না হলে গেরুয়া শিবিরের নেতারা কীভাবে এসআইআর শুরুর এক মাস আগে বলতে পারেন যে, বাংলায় ১ কোটির উপর নাম বাদ যাবে? ইতিমধ্যেই কিন্তু প্রায় ৫৫ লক্ষ নাম বাদ যাওয়াটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। কমিশনের হিসেব বলছে, এরা হয় মৃত, না হলে স্থানান্তরিত। এছাড়া একটা অংশের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর নোটিশ কতজন পেতে চলেছেন? অন্তত ৪০ লক্ষ।

এসআইআর নামক 'বিষবৃক্ষ' এখন বুথে বুথে ডালপালা বিস্তার করছে। ভোটার তালিকা বেরনোর পর ফল কুড়ানোর কাজটা শুধু বিজেপি করতে চায়।

সবটাই কিন্তু করবে ওরা নিয়ম মেনে। দেখে মনে হবে, খেলা আছে। কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না। গেরুয়া শাসক একগাল হেসে বলবে, কাকতালীয়।

ঠিক যেভাবে মোদিজির এক পরম কর্পোরেট বন্ধু দেশের সবচেয়ে বড় পাইলট ট্রেনিং স্কুল ৮২০ কোটি টাকা দিয়ে অধিগ্রহণের তিনদিনের মধ্যে নির্দেশিকা জারি হল ডিজিসিএ'র। তাতে বলা হল, বিমানচালকদের ৩৬ ঘণ্টা নয়, ৪৮ ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হবে। আর এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে হবে অবিলম্বে। ধসে পড়ল ভারতের অন্তর্দেশীয় বিমান পরিষেবা। কারণ, ওই নির্দেশিকার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিমান চালানোর মতো পাইলট কোনও সংস্থার কাছেই নেই। যারা দিনে বেশি বিমান চালায়, তাদের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি। নিঃসন্দেহে সংস্থাটির নাম ইন্ডিগো। মানুষ খেপে গেল তাদের উপর। ভাঙচুর হল। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিমানবন্দরের কর্মীরা ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ডিনারের বদলে শুধু গালি খেলেন। কিন্তু মোদ্দা হিসেবটা কী দাঁড়াল? পাইলট চাই। 'কর্মখালি'র একটা

সেক্টর বাড়ল। আর ঝাঁকে ঝাঁকে যুবক-যুবতীরা আগ্রহী হলেন পাইলট ট্রেনিংয়ে। কোথায় যাবেন তাঁরা? এফএসটিসি। দেশের সবচেয়ে নামজাদা পাইলট ট্রেনিং সংস্থা।

কাকতালীয়।

এমন কাকতালীয়ভাবে এসআইআরের ইনিউমারেশন ফর্ম পূরণে পিছিয়ে রয়েছে অনেক রাজ্যই। তার উপর অতিরিক্ত কাজের চাপে একাধিক রাজ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলও'রা। সেসব কথা মাথাতে রেখে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে এসআইআরের সময়সীমা আরও এক সপ্তাহ বৃদ্ধি করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এবং সেই তালিকায় রাখা হল না পশ্চিমবঙ্গকে। অর্থাৎ বাংলাতে এসআইআরের কাজের জন্য যে নির্দিষ্ট তারিখ রয়েছে তার মধ্যেই প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে এসআইআরের ইনিউমারেশন পর্ব তামিলনাড়ু এবং গুজরাতকে শেষ করতে হবে। ওই দুই রাজ্যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করার তারিখ ১৯ ডিসেম্বর। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে একই কাজ শেষ করতে হবে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে। সেখানে খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন ২৩ ডিসেম্বর। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে গোটা প্রক্রিয়া ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। যোগী রাজ্যে খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন ৩১ ডিসেম্বর।

পক্ষান্তরে এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলও'রা। মৃত্যু হয়েছে কয়েকজনের। কাজের চাপে অসহায় বোধ করছিলেন বলে অভিযোগ জানিয়েছেন বহু বিএলও। অথচ নতুন করে বেশ কয়েকটি রাজ্যকে সময় দেওয়া হলেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নির্ধারিত দিন থাকছে ১১ ডিসেম্বরই।

কেন?

কারণ ওই একটাই। এ-রাজ্যে বিজেপি সংগঠনের কার্যকরী বিকল্প এসআইআর।

এবং তার সঙ্গে ধর্মীয় মেরুকরণের নোংরা চেষ্টা।

উগ্র দেশপ্রেমের বিস্তারের নামে বিজেপি দেশটাকে ক্রমে দুর্বল এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেউলিয়া করে তুলছে। এসব করা হচ্ছে কখনও পোশাকের দোহাই পেড়ে, কখনও খাদ্যের নামে কিংবা উপাসনা পদ্ধতির বিশিষ্টতার কারণে। মোদিযুগে এই ব্যাধির কিছু দৃষ্টান্ত প্রথম রেখেছে উত্তর ভারতের একাধিক রাজ্য। মোদি-শাহের রাজ্য গুজরাত এবং দক্ষিণ ভারতেও বিজেপি প্রভাবিত কিছু স্থানে এই রোগসংক্রমণজ্বালা আমাদের পীড়া দিয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের অসম এবং ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পর ধর্মীয় ঘৃণার রাজনীতি সেখানকার পবিত্র জনসমাজকে কলুষিত করেছে। একাধিক তুচ্ছ অজুহাতে হিন্দিবলয়ে প্রাণহানির মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। তবে এই ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ধারাবাহিকভাবে স্বস্তিতেই ছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। অন্তত এখানে কেউ কারও উপর ফতোয়া জারি করার দুঃসাহস দেখায়নি। গীতাপাঠের ব্রিগেড বুঝিয়ে দিল, 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি' বলে আমাদের যে অহংকার, অদূর ভবিষ্যতে তা ধূলিসাৎ হতে পারে এই দুর্বৃত্তদের আজ রেয়াত করা হলে।

সুতরাং, এসআইআর নিয়ে সতর্ক থাকুন।

হাতে হাত মিলিয়ে বিজেপি-মুক্ত বাংলা গড়ুন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নদিয়া থেকে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪ প্রকল্পের সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

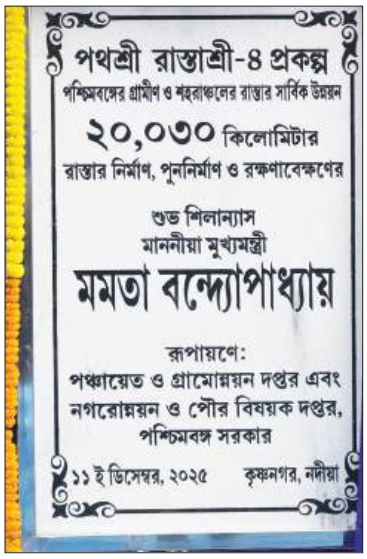

১০ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে প্রশিক্ষণ দিয়ে জুটশিল্পে কাজ

উন্নয়নের খতিয়ান দিয়ে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে নয়া পরিকল্পনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকেরা পাঁচ হাজার টাকা করে মাসে তো পাচ্ছেনই। এবার তাঁদের কাজের জন্যও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১০ হাজার জন পরিযায়ী শ্রমিককে ট্রেনিং দিয়ে জুট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ দেওয়া হবে। এদিন একইসঙ্গে তিনি ২০১১ সালের পর থেকে বাংলায় কতটা উন্নয়ন হয়েছে এবং কী কী উন্নয়ন হয়েছে, তার খতিয়ান পেশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলার শ্রমিকদের আর বিজেপির রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মার খেতে হবে না। যাঁরা ভিনরাজ্যে আছেন, তাঁরা ফিরে আসুন। বাংলাতেই আপনাদের কাজের সংস্থান হবে। এরপর তিনি বাংলার মা-মাটি-মানুষের সরকারের অজস্র সামাজিক প্রকল্প, পরিকাঠামো উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য দিক, খরচের হিসাব তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৬০ বছর বয়স হয়ে গেলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ হবে না, বিধবা ভাতার জন্য নতুন করে আবেদন করতে হবে না মহিলাদের। বাংলার সকল মহিলারা সারা জীবনই এই টাকা পাবেন। জানুয়ারি মাসে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ১৬ লক্ষ গৃহ নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রথম ধাপের টাকা দেওয়া হবে।

তিনি জানান, একশো দিনের কাজে বিগত সাড়ে ১৪ বছরে ৭৮ লক্ষ ৩১ হাজার কর্ম দিবস তৈরি হয়েছে, খরচের পরিমাণ ২০ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা। ১ লক্ষ ৮৩ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা তৈরি হয়েছে, এছাড়াও তৈরি হয়েছে ৩৬১টি প্রধান ও মাঝারি মাপের সেতু। নদিয়া জেলার উন্নয়নের স্বার্থে হরিণঘাটায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, কল্যাণীতে তিনটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করেছে রাজ্য সরকার। এছাড়া ১৫টি এমএসএমই, তিনটে আইটি পার্ক-সহ ২৯টি কর্মতীর্থ তৃণমূল সরকারের আমলে তৈরি হয়েছে নদিয়ায়। তিনি আরও জানান, বহুজাতিক সংস্থা ফ্লিপকার্ট এই মুহূর্তে নদিয়ায় হাব তৈরি করছে, এতে দশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অর্থাৎ যেখানে তৃণমূলের সরকার বাংলায় শিল্প ও বিকাশ করতে এবং যুবকদের কর্ম দিতে তৎপর সেখানে বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে ঢাল করে এসআইআরের নামে বাংলায় অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছে।

২০২৯ পর্যন্ত টিকবে না বিজেপি, চ্যালেঞ্জ নেত্রীর

প্রতিবেদন : তৃতীয় নরেন্দ্র মোদি সরকার টিকবে না ২০২৯ পর্যন্ত। বিজেপির সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। সম্প্রতি কেন্দ্রের সরকারের ষড়যন্ত্র ও অপশাসনের জেরে দেশের মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। যেভাবে এসআইআর করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি, তার যোগ্য জবাব দেবে বাংলার মানুষ। বৃহস্পতিবার ফের কৃষ্ণনগরের জনসভা থেকে বিজেপির বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিজেপির সরকার চিরকাল থাকবে না। ২৯ কেন, ২৯ পর্যন্ত ওদের যেতে হবে না। ২৯-এর আগেই উল্টোবে। ঈশ্বর আল্লা যদি থাকে, আমি বিশ্বাস করি ওদের ২৯ পর্যন্ত চালাতে হবে না। তার আগেই গোল্লায় যাবে।

বিজেপির অপশাসন প্রসঙ্গে বর্তমান ইন্ডিগো সমস্যায় সাধারণ মানুষের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন নেত্রী। তিনি বলেন, দেশটা তো বিক্রি করে দিয়েছে। কই প্লেন চলছে? ট্রেন ক'ঘণ্টা লেট? চারঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা করে ট্রেন লেট থাকে। ভাড়ার পর ভাড়া বাড়িয়ে চলেছে। কোনও সুবিধা নেই। প্লেন হঠাৎ করে সব বন্ধ। টাকা দিয়ে টিকিট কেটে বর-বউ বেচারা আটকে গেছে। ভিডিওতে তারা রিসেপশন করছে। এর থেকে লজ্জার আর কী হতে পারে? দুর্যোধন-দুঃশাসনরা একবারও তাকিয়ে দেখেন না? দেশের মানুষ সাফার করছে।

যেভাবে গোটা দেশের মানুষ বিজেপি জমানায় দুরবস্থার সম্মুখীন, তার থেকে অনেক বেশি কষ্টের মধ্যে বাংলার মানুষ। আর তার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দায়ী করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষকে যেভাবে রোহিঙ্গা বলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিস্থিতি শাহ তৈরি করেছেন, কেন্দ্রে তাদের সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী।

রাজ্য
12 December 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

স্থিতিশীল গায়ক নচিকেতা। শুক্রবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে তাঁকে। হার্টে ব্লকেজ থাকায় স্টেন্ট বসানোর সিদ্ধান্ত নেন চিকিৎসকরা

■ বৃহস্পতিবার ছিল শ্রীশ্রী সারদা মায়ের পুণ্য জন্মতিথি। এই উপলক্ষে এদিন বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে ছিল পুজোপাঠ ও আরাধনা। সকাল থেকেই ছিল ভক্তদের সমাগম। নবান্নে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান ফিরহাদ হাকিম ও ইন্দ্রনীল সেন। তাঁরা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির জন্মদিনেও শ্রদ্ধা জানান।

বকেয়ার দাবিতে ঘেরাও কমিশনের পর্যবেক্ষকরা

সংবাদদাতা, ফলতা : এসআইআর-সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনায় গিয়ে ঘোর বিপাকে কমিশনের প্রতিনিধি দল। ফলতায় মৃত ও স্থান পরিবর্তন করা ভোটার নিয়ে ওঠা অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে গিয়ে স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার রোল অবজার্ভার-সহ কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকরা। বিএলও-রা ঠিকমতো কাজ করছেন কি না, কোন বুথে কত ভোটার মৃত, তা খতিয়ে দেখা হয়। কিন্তু কমিশনে প্রতিনিধিরা ঢুকতেই ঝাঁটা হাতে কার্যত কমিশনকে তাড়া করে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। তাঁদের প্রশ্ন, কেন্দ্র কেন ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে আবাসের টাকা আটকে রেখেছে? একইসঙ্গে বঞ্চনা আর এসআইআরের নামে ঘুরপথে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা নিয়ে বিজেপি-কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন স্থানীয় মহিলারা।

কমিশনের কাছে বিজেপি নালিশ করেছিল, ফলতার ভোটার লিস্টে বহু মৃত ভোটারের নাম থেকে গিয়েছে। একইসঙ্গে পাকাপাকিভাবে অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারের নামও রয়ে গিয়েছে বলে দাবি করা হয়। সেই সমস্ত অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ ফলতায় আসেন ডায়মন্ড হারবারের বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগান। সঙ্গে ছিলেন ফলতার বিডিও তথা এইআরও শানু বক্সি-সহ অন্য আধিকারিকরা। প্রতিনিধি দলের জন্য ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা। ফলতার বিভিন্ন বুথে খোঁজখবরের পর দেবীপুর পঞ্চায়েতের পায়রাচালিতে ৮৫, ৮৬ এবং ৮৭ নং বুথের বয়স্ক ভোটারদের বাড়ি-বাড়ি যান তাঁরা। কিন্তু রোল অবজার্ভার সি মুরুগান এলাকায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মহিলারা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্র বাংলার নাগরিকদের আবাস যোজনার টাকা ও ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। অথচ এসআইআরের মাধ্যমে সেই প্রকৃত নাগরিকদেরই অহেতুক হয়রান করা হচ্ছে! প্রতিবাদী মহিলাদের দাবি, আগে আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির বকেয়া টাকা দিতে হবে কেন্দ্রকে। ১০০ দিনের কাজের টাকা দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। তারপর এসআইআর হবে। তার আগে এসআইআর করতে দেবেন না বলেও দাবি করেন কেউ কেউ। যে অনিয়মের অভিযোগ পেয়ে এদিন ফলতায় এসআইআরের কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়েছিল কমিশনের দল, সেরকম কোনও বেনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

■ কমিশনের পর্যবেক্ষক সি মরুগানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মহিলাদের।

ফের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত

বহুতল-আবাসনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র

প্রতিবেদন : রাজ্যের আপত্তি উপেক্ষা করে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বহুতল ও আবাসনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরি করতে চলেছে কমিশন। বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল জানান, রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের কাছ থেকে কোথায় কতগুলি হাইরাইজ আবাসন রয়েছে, তার পূর্ণ তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। ই তালিকা খতিয়ে দেখেই কমিশন নিজের ক্ষমতাবলে আবাসনগুলিতে বুথ তৈরির নির্দেশ জারি করবে। রাজ্য এই বিষয়ে যুক্তি দিয়ে জানিয়েছিল, কেন বহুতল ও আবাসনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা ঠিক হবে না। তারপরও বিজেপির তাঁবেদারি মানসিকতার পরিচয় দিয়ে কমিশন স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত নিল।

শারীরিক সম্পর্কে সম্মতি দিতে পারে না নাবালিকা, জানিয়ে দিল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : যতই প্রেমের সম্পর্ক থাক, প্রেমিকা যদি নাবালিকা হয় তাহলে সে কোনও ভাবেই যৌনতায় সম্মতি দিতে পারে না। এমনটাই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। ২০১৪ সালে নারকেলডাঙা থানা এলাকার এক ১৪ বছরের নাবালিকা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রেমিকের সঙ্গে সহবাস করে নাবালিকা। অভিযোগ, এরপর একাধিকবার নাবালিকার আপত্তি সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে প্রেমিক। যার জেরে নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। এরপর জানাজানি হতেই গোটা বিষয়টি অস্বীকার করে ওই প্রেমিক। প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও যৌনতায় সম্মতি দিতে পারে না নাবালিকা। নাবালিকার সম্মতি গ্রহণ করাও যায় না। আপত্তি সত্ত্বেও নারকেলডাঙা থানা এলাকার এক নাবালিকার সঙ্গে তাঁর প্রেমিকের যৌন সম্পর্ক, ও পরে ওই নাবালিকা অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়লে প্রেমিকের পিতৃত্বে অস্বীকার সংক্রান্ত অভিযোগের মামলায় মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের। জানা গিয়েছে, ২০১৪ সালে এক নাবালিকা প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বছর চোদ্দোর ওই নাবালিকা। ২০১৬ সালে নাকি প্রেমিকের সঙ্গে সহবাস করে নাবালিকা। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় নারকেলডাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নাবালিকার প্রেমিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় নিম্ন আদালত। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হয় অভিযুক্ত। এদিন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও যৌনতায় সম্মতি দিতে পারে না নাবালিকা। দিলেও তা গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে দোষীর নিম্ন আদালতের যাবজ্জীবনের সাজাই বহাল রেখেছে হাইকোর্ট।

তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে

প্রতিবেদন : বাঁশবেড়িয়ায় পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা কমিটির উদ্যোগে হল এসআইআর পর্যালোচনা। ছিলেন জেলার সিনিয়র-জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, এমএসকে, অ্যান এডেড মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা। হুগলি আইএম হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে এই সভায় ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি একেএম ফারহাদ। তিনি বলেন, বাংলায় বিভাজনের জায়গা নেই। বিজেপি যতই কলকাঠি নাড়বে, ততই তৃণমূলের জয়ের মার্জিন বাড়বে। উপস্থিত ছিলেন মোঃ জাকির হোসেন মোল্লা, আবদুল খালেক খান, মোঃ অমিত মণ্ডল, নাসমিন বেগম, শেখ মোঃ ওসমান গনি, মোঃ শাহিদ, মোঃ আনোয়ার হোসেন, নূর ইসলাম।

বিডিও নিয়োগ মামলা

প্রতিবেদন : নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। জামিন খারিজের আবেদনে বিধাননগর পুলিশ হাইকোর্টে মামলা করলেও তা শুনানির জন্য ওঠেনি। বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চে ওই মামলা শুনানির জন্য ওঠে। মূল মামলাকারীর তরফে আইনজীবী আগামী সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির আবেদন করেন। কিন্তু তাঁর বারংবার আবেদনের পরেও হাইকোর্ট জানুয়ারির চতুর্থ সপ্তাহে মামলার শুনানি হবে বলে জানায়।

জট কাটাতে বৈঠক

প্রতিবেদন : মেট্রো সম্প্রসারণের জট কাটাতে ফের বৈঠকে বসবে কেন্দ্র, রাজ্য-সহ সব পক্ষ। বৃহস্পতিবার এক জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে এমনই পরামর্শ দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। কবে, কখন, কোথায় বৈঠক হবে, তা সবপক্ষের সম্মতিতে স্থির করবে আদালত।

নির্বাচনী সমন্বয় বৈঠকে কমিশন

প্রতিবেদন : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নানা দফতরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মোট ২৫টি দফতরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার সিপি, বিএসএফ, এসএসবি, সিআইএসএফ এবং আরপিএফ-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি ডাকা হয়েছিল ইডি বিশেষ ডিরেক্টরকেও। সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকদের কাছ থেকে প্রাক্-নির্বাচনী তথ্য সংগ্রহ করেন। সিইও দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, এটি রুটিন সমন্বয় বৈঠক হলেও মাঠপর্যায়ের পরিস্থিতি আগাম মূল্যায়ন করতেই এদিন বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

ফরেনসিক দল

সংবাদদাতা, সন্দেশখালি: বাসন্তী হাইওয়েতে দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে এল পাঁচ সদস্যের ফরেনসিক দল। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে গাড়ি নমুনা সংগ্রহ করার পর তাঁরা ভোলানাথ ঘোষের বাড়িতেও যান তাঁরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনিবার্য কারণবশত আজ শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় টক টু মেয়র অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়েছে। পুরসভার তরফে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে

বসিরহাটে পথশ্রী প্রকল্পের নয়া রাস্তা নির্মাণের সূচনা

প্রতিবেদন : বসিরহাট পুরসভার তিন নং ওয়ার্ডে পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় একটি নতুন রাস্তার সূচনা হল বৃহস্পতিবার। দীর্ঘদিনের চাহিদা মাথায় রেখে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট পুরসভার চেয়ারপার্সন অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর অদিতি মণ্ডল। তিনি জানান, এই রাস্তা তৈরি হলে তিন নং ওয়ার্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সহজ হবে। বিশেষ করে স্কুল, বাজার ও হাসপাতালগামী সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সুবিধা মিলবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পুরসভার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন আধিকারিকরা। তাঁরা আশ্বাস দেন, কাজের প্রতিটি ধাপ স্বচ্ছতা বজায় রেখে হবে এবং মানের ক্ষেত্রে কোনও আপস হবে না। স্থানীয় মানুষও এই উন্নয়নকে স্বাগত জানিয়ে বলছেন, বহুদিন ধরে এই এলাকার রাস্তা খারাপ থাকায় সমস্যা হচ্ছিল এবার সেই সমস্যা মিটতে চলেছে। পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে নতুন এই রাস্তা নির্মাণ বসিরহাট শহরের সামগ্রিক উন্নয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হচ্ছে। জনস্বার্থে সরকারের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও উন্নয়নমূলক কাজের পথ খুলে দেবে বলে আশা এলাকাবাসীর।

■ উপস্থিত ছিলেন পুরসভার চেয়ারপার্সন অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী, কাউন্সিলর অদিতি মণ্ডল-সহ অন্যেরা। বৃহস্পতিবার।

বাংলায় শেষ হল এসআইআরের প্রথম পর্ব

৯৯.৯৬ শতাংশ এনুমারেশন ফর্মের ডিজিটাইজেশন সম্পূর্ণ

প্রতিবেদন : পশ্চিমবঙ্গে বৃহস্পতিবার শেষ হল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা এসআইআরের প্রথম পর্ব। গত ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ, সংগ্রহ ও ডিজিটাইজেশনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। এখন মূলত জমা পড়া ফর্মের ক্রস চেকিংয়ের কাজ চলছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত বারোটার পর থেকে বিএলও অ্যাপের মাধ্যমে আর কোনও নতুন ফর্ম আপলোড বা সংশোধন করা যাবে না, তবে জমা পড়া তথ্য যাচাইয়ের কাজ অব্যাহত থাকবে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুসারে, রাজ্যে ৯৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ ভোটারের এনুমারেশন ফর্ম ইতিমধ্যেই ডিজিটাইজ করা হয়েছে। অনুপস্থিত, মৃত, স্থানান্তরিত বা একাধিক জায়গায় তালিকাভুক্ত ভোটারের সংখ্যা ৫৮ লক্ষের বেশি বলে জানানো হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, এনুমারেশন পর্ব শেষ হলেও ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ এখনও চলবে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা।

খসড়া তালিকা যাতে ত্রুটিমুক্ত হয়, সেই কারণে কমিশনের নির্দেশে বহুমুখী উপায়ে তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। আধার কর্তৃপক্ষ ও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন দফতর থেকে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হচ্ছে জমা পড়া ফর্মগুলি। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৃত ভোটারদের তথ্য যাচাই করে তা ইতিমধ্যেই বিএলওদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিএলএ-২-দেরও ওই তালিকা সরবরাহের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যাতে কোনওভাবেই কোনও যোগ্য ভোটারের নাম ভুলবশত খসড়া তালিকা থেকে বাদ না পড়ে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : ৬৪১.৮৩ কোটি টাকায় ১,১৫৬টি রাস্তা অনুমোদন

প্রতিবেদন : উন্নয়নের কাণ্ডারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে 'পথশ্রী' ও 'রাস্তাশ্রী-৪' প্রকল্পের রাস্তাগুলির ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কাজের সূচনা করেন। ভার্চুয়ালে অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাও যুক্ত ছিল। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, চতুর্থ পর্যায়ের এই প্রকল্পে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ১ হাজার ১৫৬টি রাস্তার কাজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ৬৪১.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ১ হাজার ৪৬৭.৯৩ কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। বৃহস্পতিবার জেলাস্তরের সূচনা অনুষ্ঠানটি হয় মথুরাপুর ১ নং ব্লক এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব তথা পথশ্রী প্রকল্পের জেলা নোডাল অফিসার নারায়ণস্বরূপ নিগম, জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক জয়দেব হালদার, বিধায়ক অলোক জলদাতা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল প্রমুখ। এদিকে বিষ্ণুপুর ১ ব্লকের পানাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মেগা ক্যাম্প থেকে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী-৪ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। ছিলেন বিডিও নবিরুল ইসলাম, কর্মাধ্যক্ষ শচী নস্কর প্রমুখ। ব্লকে মোট ৩১টি রাস্তার নির্মাণ কাজ হবে। এই পর্বে ১৭.৪৫ কিমি রাস্তার জন্য ব্যয়-বরাদ্দ সাড়ে ৯ কোটি টাকা।

■ প্রকল্পের সূচনায় স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম, জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা, সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, সাংসদ বাপি হালদার। মথুরাপুর।

চুঁচুড়ার নতুন পুরপ্রধান হলেন সৌমিত্র ঘোষ

প্রতিবেদন : হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভার নতুন পুরপ্রধান নির্বাচিত হলেন ৩০ নং ওয়ার্ডের তিন দশকের জনপ্রতিনিধি সৌমিত্র ঘোষ। টানা ৩০ বছর ধরে তিনি ওই ওয়ার্ডে জিতে আসছেন। বৃহস্পতিবার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরিন্দম গুঁইন, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। সকালে শপথগ্রহণের আগে সারদা মায়ের জন্মতিথিতে পুজো দিয়ে দিন শুরু করেন সৌমিত্রবাবু। প্রাক্তন পুরপ্রধান অমিত রায়ের সময়ে পুরসভায় কিছু সাময়িক সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই সমস্ত সমস্যা কাটিয়ে পুর প্রশাসনকে আরও স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করতে সৌমিত্র ঘোষের নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখল দল। তিনি আসায় খুশি পুরবাসীরা।

■ সৌমিত্র ঘোষকে অভিনন্দন অরিন্দম গুঁইনের। রয়েছেন কাউন্সিলররা।

■ পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে একগুচ্ছ রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে খড়দহের বিলকান্দা ১ পঞ্চায়েতের শহরপুরে রাস্তা নির্মাণের সূচনা করলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

উদ্বোধনে এসপি, মহেশতলা থানায় চালু হল ই-মালখানা

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার মহেশতলা থানায় বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ই-মালখানার। উদ্বোধন করেন এসপি বিশপ সরকার। তিনি বলেন, ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের আরও ১৩টি থানায় এই সিস্টেম খুব শীঘ্রই চালু হবে।

এর আগে বুধবার সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতার বার্তা দেন বিশপ সরকার। সেই সঙ্গে জালিয়াতির শিকার বেশ কয়েকজনের টাকা উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেয় জেলা পুলিশ। ৩২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ফেরানো হয়। পুলিশ সুপার বলেন, কোনও রকম ক্রাইম হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থানায় অভিযোগ করুন। এর ফলে সমাধান পাওয়া যাবে দ্রুত। কোনও মানুষ যত তাড়াতাড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় গিয়ে ডায়েরি করবেন তত তাড়াতাড়ি সুরাহা পাবেন। পুলিশ আধিকারিকের কথায়, গোটা সমাজমাধ্যমের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে। ক্রাইম এমন একটা বস্তু যা আগে থেকে আন্দাজ করা যায় না। লোকলজ্জার ভয় থাকে। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য তিনি বলেন, টোল ফ্রি নম্বর ৯৫৯৩০০০ ১৪০, ১৪১,১৪২-ফোন করে যে কেউ তাঁদের সমস্যার কথা জানাতে পারেন।

■ মহেশতলা থানায় ই-মালখানার উদ্বোধনে এসপি বিশপ সরকার-সহ অন্য আধিকারিকরা।

২ মাস সংরক্ষণ করতে হবে ভিডিও ফুটেজ

প্রতিবেদন : চতুর্থ সেমিস্টারের আগে এক গুচ্ছ নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ নিরাপত্তার বিষয়টি। সংসদের তরফে সাফ জানানো হয়েছে স্কুলগুলিতে সিসিটিভির বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ওই ফুটেজ সংরক্ষিত রাখতে হবে দু-মাস। তৃতীয় সেমিস্টারের সময় দেখা গিয়েছিল ক্যামেরা চললেও রেকর্ডিং পাওয়া যায়নি। তাই এবার অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও কড়া হয়েছে সংসদ। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে দুটো করে ক্যামেরা রাখতেই হবে। একটি থাকবে মূল ফটকে, অপরটি থাকবে ভেন্যু সুপারভাইজারের ঘরে। দিন তারিখের গোলমাল থাকলে আইনি সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাই রেকর্ডিং নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, নজরদারি ক্যামেরা থাকতে হবে পরীক্ষাকেন্দ্রে। আবার তাতে যেন যথাযথভাবে ভিডিও রেকর্ডিং হয়, তা-ও সুনিশ্চিত করতে হবে। স্কুলগুলিকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রত্যেকটি পরীক্ষাকেন্দ্রে একটি করে হাতে ধরা মেটাল ডিটেক্টর রাখার কথা বলা হয়েছে।

এছাড়াও চতুর্থ সেমিস্টারে নতুনদের সঙ্গে পুরোনো সিলেবাসের পরীক্ষার্থীরাও পরীক্ষা দেবে। সেক্ষেত্রে পুরোনোদের ক্যালকুলেটর ব্যবহারের অনুমতি থাকলেও নতুনদের নেই। তাই পরীক্ষকদেরও সজাগ থাকতে হবে।

নির্দেশ সংসদের

আমার বাংলা
12 December, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফর্মে জালিয়াতি বিজেপি নেতার

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: এনুমারেশন ফর্মে অন্যের বাবাকে নিজের ঠাকুরদা বলে পরিচয়। জালিয়াতির অভিযোগ খোদ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এসআইআরের জন্য প্রয়োজনীয় এনুমারেশন ফর্মে অন্যের বাবাকে নিজের ঠাকুরদা বলে পরিচয় দিয়েছেন বিজেপি নেতা

খগেশ্বর রায়। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। শিলিগুড়ির মাটিগাড়া-২ ব্লকে দীর্ঘদিন ব্লক সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন খগেশ্বর। অভিযোগ, এক প্রতিবেশীকে নিজের ঠাকুরদা বলে দেখিয়েছেন গণনাপত্রে। খগেশ্বরের বাড়ি মাটিগাড়ার পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াখারিতে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই। এই প্রেক্ষিতে পড়শি তারকবন্ধু রায়কে কেন নিজের ঠাকুরদা বলে দেখাতে গেলেন, তা নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

সন্দেহে আত্মঘাতী

● স্বামীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে আত্মঘাতী স্ত্রী। শিলিগুড়ির ঘটনা। অভিযোগ, গত মঙ্গলবার তেমনই ঝামেলার মাঝে বিষ খান ওই মহিলা। প্রথমে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। পরে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তাঁকে। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানেই মারা যান ওই মহিলা। এর পরে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ওই মহিলার দেহ।

চা-বাগান এলাকায় রাস্তা খুশি কলাবাড়ির বাসিন্দারা

কনক অধিকারী● জলপাইগুড়ি

মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে স্বপ্নপূরণ

চা-বাগান এলাকা উন্নয়ন দেখছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। একসময় বাগান এলাকাগুলি ছিল একেবারে বিচ্ছিন্ন। বাম আমলে রাস্তাঘাটের এমন অবস্থা ছিল যে, গাড়ি তো দূর, পায়ে হেঁটে যাওয়াও ছিল দুষ্কর। চা-বাগান ঘেরা প্রত্যন্ত এলাকায় হবে পাকা রাস্তা, জ্বলবে পথবাতি—এ ছিল চা-শ্রমিকদের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উন্নয়নের ছোঁয়ায় একেবারে পাল্টে গিয়েছে ভগ্নপ্রায় বাগান এলাকাগুলির চেহারা। চা-বাগানের মাঝখান দিয়ে যতদূর দেখা যায় কালো পিচের রাস্তা। সন্ধে নামতেই জ্বলে ওঠে পথবাতি। আর শ্রমিকদের মাথার ওপর পাকা ছাদ সবই বলে দেয় এসেছে উন্নয়নের জোয়ার। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা গ্রামও এমনি একটি উদাহরণ। পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি চা-বাগান হাইস্কুল থেকে চার কিলোমিটার রাস্তা পাকা হয়েছে। বর্তমানে সেই পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে চলছে টোটো, বাইক, সাইকেল, চা-বাগানের গাড়ি সহ অন্যান্য যানবাহন। আর পাকা রাস্তা পেয়ে খুশি এলাকাবাসী। আংরাভাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি চা-বাগান হাইস্কুল থেকে কয়েক কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা ছিল বেহাল। এরপর সেই রাস্তাটি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছে। রাস্তাটি সংস্কার হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা জিতেন রায় বলেন, রাস্তাটির অবস্থা খারাপ ছিল। টোটো, গাড়ি যাওয়া-আসা করতে চাইত না। বর্তমানে রাস্তাটি পাকা হয়েছে। তবে কিছু জায়গায় পিচের চাদর উঠে গিয়েছিল। বর্তমানে সেগুলো মেরামত করা হয়েছে। রাস্তা পাকা হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা হয়েছে।

মোদিকে বই পড়ার নিদান উদয়নের

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: বই পড়ুন। জানুন। এমন সম্বোধনে সামাজিক অবক্ষয় হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে একহাত নিলেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বই না পড়লে মানুষ মধুসূদন দত্তকেও মধুদা বলবেন। এতে সমাজিক অবক্ষয় হচ্ছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের প্যারেড গ্রাউন্ড ময়দানে জেলার ১২তম বইমেলার উদ্বোধন হল। এদিন শহরের এগারো হাত কালীবাড়ি এলাকা থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। উদ্বোধনে ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা সহ

■ বইমেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই জেলা বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার ৯১টি স্টল যোগ দিয়েছে।

■ দার্জিলিং শহরে শুরু হল মেলো টি ফেস্ট। বৃহস্পতিবার চৌরাস্তায় জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারদিনব্যাপী টি ফেস্টের সূচনা হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছেন শিল্পীরা। থাকছে বিভিন্ন নেপালি খাবারের স্টলও।

বাড়িতে হামলা হাতির দলের খাটের তলায় ঢুকে প্রাণরক্ষা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বাড়ির দাওয়ায় স্ত্রীর সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন পিয়াসা ওরাওঁ। হঠাৎ যেন কীসের শব্দ! কিছু বুঝে ওঠার আগেই হুড় হুড় করে বাড়ির বেড়া ভেঙে ঢুকে পড়ে ৯টি হাতির পাল। পিয়াসার স্ত্রী তখনই বাড়ির পিছন দিকে প্রাণ বাঁচাতে দৌড় দেন। কোনওদিকে না তাকিয়ে পিয়াসা ঢুকে পড়েন খাটের তলায়। শুরু হয় দাঁতালের তাণ্ডব। জলপাইগুড়ির বানারহাটের ঘটনা। খট্টিমারি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে প্রায় ৯টি হাতির দল হানা দেয় স্থানীয় বাসিন্দা পিয়াসা ওরাওঁয়ের বাড়িতে। পিয়াসা ওরাওঁ ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে দ্রুত একটি খাটের তলায় লুকিয়ে পড়েন। দাঁতালরা জিনিসপত্র, মজুত ফসল তছনছ করে চলে যায়। শেষে ভাঙা বাড়ির খাটের নিচ থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তিনি। পিয়াসা বলেন, বিশ্বাস করতে পারছি না বেঁচে আছি। ঘটনাস্থলে আসেন বনকর্মীরা। এলাকায় টহল চলছে।

জিআই পেয়েছে কমলা চাষে বাড়ছে উৎসাহ

প্রতিবেদন: স্বাদে, গন্ধে দার্জিলিংয়ের চায়ের মতোই অতুলনীয় কমলালেবু। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দিনকয়েক আগেই দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন কমলাকে জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছে। এই স্বীকৃতির পরেই পাহাড় জুড়ে উৎসাহ বেড়েছে কমলাচাষিদের মধ্যে। দার্জিলিংয়ের কমলাচাষি এন বি তামাং বলেন, নাগপুরের কমলার থেকে দার্জিলিংয়ের ম্যান্ডারিন কমলা অনেক বেশি সুস্বাদু। এই ম্যান্ডারিন কমলা পাহাড়ে সুনতালে নামে পরিচিত। শীতকালীন ওই ফলের চাহিদা রয়েছে দেশের পাশাপাশি বিদেশেও। অনেক বছর ধরেই ম্যান্ডারিনের জিআই তকমা চেয়ে দাবি উঠেছিল। ম্যান্ডারিন হল রাজ্যের ১১তম কৃষিজাত দ্রব্য যা জিআই ট্যাগ পেল। ম্যান্ডারিনের জিআই তকমা চেয়ে প্রথমবার আবেদন করা হয় ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে। শুনানি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সব ধাপ পেরিয়ে ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর জিআই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

টেস্ট পেপারের মোড়ক উন্মোচন

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের টেস্ট পেপারের উদ্বোধন হল আলিপুরদুয়ার থেকে। বৃহস্পতিবার জেলার নিউটাউন গার্লস হাই স্কুলে টেস্ট পেপারের মোড়ক উন্মোচন করেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

■ উদ্বোধনে রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

এই টেস্ট পেপারে পরীক্ষা হলে কী কী নিষিদ্ধ তার একটি তালিকা দেওয়া রয়েছে। পাশাপাশি পর্ষদের কন্ট্রোল রুমের নম্বরও তাতে রয়েছে।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, কোচবিহার: একগুচ্ছ ক্ষোভ উগরে বিজেপি ছেড়ে যোগ দিলেন তৃণমূলে। দিনহাটা ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপক ভট্টাচার্যের হাত ধরে যোগ দিলেন তাপস দাস। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে উন্নয়ন করেছেন সেই বুঝেই তৃণমূলে ফেরা। ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য বলেন, সক্রিয়ভাবে থাকবেন কাজ করবেন তিনি।

■ জলপাইগুড়ির পথশ্রী রাস্তার কৃষ্ণনগর থেকে ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন, বুলুচিক বরাইক, শামা পারভিন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মুরারই থানার পলশা গ্রামে রাস্তার পাশের একটি বাড়িতে ঢুকে ধান বোঝাই ট্রাক্টর ধাক্কা দিলে দুই শিশু আসলিমা খাতুন ও আরিয়ান শেখের মৃত্যু হল। গুরুতর জখম দুই শিশু মেহেক খাতুন, সুফিয়া খাতুন। পুলিশ ঘাতক ট্রাক্টরটি বাজেয়াপ্ত করে

আমার বাংলা
12 December, 2025 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

জেলায় জেলায় পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪ প্রকল্পে নতুন রাস্তার ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

দুই মন্ত্রী, বিধায়কের উপস্থিতিতে ১৫৫ রাস্তার শিলান্যাস, উদ্বোধন

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : নদিয়া জেলা থেকে রাজ্যের পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পথশ্রী প্রকল্পের হাত ধরে ঝাড়গ্রামে ১৫৫টি নতুন ও পুরনো রাস্তার উন্নয়ন কাজের সূচনা হল। সব মিলিয়ে মোট ২৬৪ কিলোমিটার পথের উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ১২৮ কোটি টাকা। জেলার বিনপুর ১ ব্লকে ৬টি, ২ ব্লকে ২৪টি, **ঝাড়গ্রাম** গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকে ৫টি, ২ ব্লকে ১৩টি, জামবনিতে ৯টি, ঝাড়গ্রাম ব্লকে ২৩টি, নয়াগ্রামে ৮টি এবং সাঁকরাইলে ৬৫টি রাস্তার শিলান্যাস ও উদ্বোধন হয়। ঝাড়গ্রামের অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বিরবাহা হাঁসদা। এছাড়াও জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, বিধায়ক দুলাল মুর্মু, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, দেবনাথ হাঁসদা-সহ প্রশাসনিক ও পুলিশকর্তারা।

■ সূচনায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বীরবাহা হাঁসদা, ডিএম, বিধায়ক প্রমুখ।

মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বাংলা আজ উন্নয়নের পথে দৃঢ়ভাবে এগোচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর পথশ্রী প্রকল্প রাজ্যের উন্নয়নে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর বলেন, ঝাড়গ্রামের সবুজ অরণ্য, লালমাটি ও সংস্কৃতির টানে পর্যটকরা আকৃষ্ট হন। রাস্তা উন্নয়নের ফলে পর্যটকের টান আরও বাড়বে, যা জেলার জন্য বড় উপহার।

৩৮৬টি রাস্তার ফলক উন্মোচনে সাংসদ, জেলাশাসক, সভাধিপতি

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : বৃহস্পতিবার নদিয়া জেলা থেকে বাঁকুড়ার জন্য মোট ৩৮৬টি পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। এদিন বাঁকুড়ার কেশিয়াকোল রায়পাড়া ময়দানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সিয়াদ এন, জেলা সভাধিপতি অনসূয়া **বাঁকুড়া** রায়, সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টজনেরা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা হয় এই কর্মসূচির। মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচির কথা বিভিন্ন দিকে পৌঁছে দিতে এদিন সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ট্যাবলোর সূচনা করা হল। বাঁকুড়া জেলায় পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ৩৮৬টি রাস্তার মাধ্যমে মোট ৬৬২ কিলোমিটার রাস্তার সংযোগ করা হল। অনুষ্ঠানে ফলক উন্মোচনের পাশাপাশি নারকেল ফাটিয়ে কাজ শুরু হল। জেলা সভাধিপতি অনসূয়া রায় জানান, বাঁকুড়ার ২২টি ব্লকের সঙ্গে সঙ্গে জেলার তিনটি পুরশহরেই এই প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণ হবে। আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে জেলার অন্যান্য রাস্তাগুলো নির্মাণ হবে। সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী জানান, দীর্ঘদিন ধরে মানুষের দাবি ছিল কিছু রাস্তার। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হতে চলেছে।

■ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, সভাধিপতি অনসূয়া রায়।

২০৬টি রাস্তার উদ্বোধনে ডিএম সভাধিপতি, জেলা তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : কেন্দ্র সহযোগিতা করেনি। উলটে বাংলার ন্যায্য পাওনা আটকে রেখেছে। সেই সমস্যাকে তুড়ি মেরে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যজুড়ে নির্মীয়মাণ পথশ্রী/রাস্তাশ্রী প্রকল্পের **পুরুলিয়া** চতুর্থ ধাপের কাজের সূচনা করেছেন। সেই প্রকল্পে এবার পুরুলিয়া পেয়েছে ২০৬টি রাস্তা। বরাদ্দ হয়েছে ২৩,০৫১.৭৮ লক্ষ লক্ষ টাকা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী যখন কৃষ্ণনগর থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে রাস্তাগুলির উদ্বোধন করেন, তখন পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে সৈনিক স্কুলের কাছে শ্যামপুর ময়দানে বিশেষ আয়োজন করেছিল জেলা প্রশাসন। এছাড়া প্রতিটি ব্লকেও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধন সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। জেলাশাসক কোস্তাম সুধীর বলেন, দু-একটি বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। জেলা সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত বলেন, পুরুলিয়া জেলায় মোট ২০৬টি রাস্তা তৈরি হচ্ছে এবার। ৫০২.১০ কিলোমিটার রাস্তা হবে। গ্রামীণ এলাকায় মূল রাস্তার সঙ্গে সংযোগকারী এবং দুর্গম

■ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মহিলাদের ভিড়।

রাস্তাগুলি তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, জেলার প্রতিটি ব্লকেই রাস্তা হচ্ছে। ফলে জেলার কোথাও যোগাযোগহীন গ্রাম থাকবে না। এদিন প্রতিটি ব্লকেই উদ্বোধন মঞ্চে ভিড় ছিল সাধারণ মানুষের। তাঁরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রীর সুপরিকল্পনায় রাস্তাহীন গ্রাম এখন নেই। তবে কিছু রাস্তায় সমস্যা ছিল। সেগুলি মিটবে এবার। জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজীবলোচন সরেন বলেন, কেন্দ্র সব দিক থেকে বাংলাকে পিছিয়ে রাখার চেষ্টা করছে । মুখ্যমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। রাজ্য একাই উন্নয়ন করছে। দিদির সৈনিক হিসাবে আমরাও কাজ করে যাচ্ছি।

ফলক, ট্যাবলো উন্মোচনে মন্ত্রী

● কাঁকসার বান্দ্রা গ্রামে প্রায় ৮০০ মিটার রাস্তার ফলক উন্মোচন **পশ্চিম বর্ধমান** করলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ছিলেন জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও, সভাধিপতি প্রমুখ। রাস্তার কাজের সূচনার পাশাপাশি সবুজ পতাকা দেখিয়ে ট্যাবলোর উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

রাস্তার সূচনায় ছয় বিধায়ক

● পথশ্রী প্রকল্পে জেলায় ৬৫৯টি রাস্তা হবে। শিবপুর চক **পশ্চিম মেদিনীপুর** থেকে তিকরপড়া পর্যন্ত ঢালাই রাস্তার শিলান্যাসে ছিলেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ, সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি-সহ জেলার ৬ বিধায়ক অজিত মাইতি, সুজয় হাজরা, মমতা ভুঁইয়া, দীনেন রায়, পরেশ মুর্মু ও অরূপ ধাড়া।

● জেলায় এক হাজারেরও বেশি রাস্তা হবে। বর্ধমান ১ ব্লকের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিডিও রজনীশ যাদব প্রমুখ।

● মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণামতো সিউড়ি ২ ব্লকে পথশ্রী প্রকল্পে সূচনায় জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ।

ইসিএলের এরিয়া অফিসে তৃণমূলের শ্রমিক বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, আসানসোল : ডাবর ও বনজেমারি কয়লাখনিকে বাঁচাতে এবার সালানপুর এরিয়া অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। তাদের দাবি, অবিলম্বে ডাবর ও বনজেমারি কয়লাখনির এজেন্ট দীনেশ প্রসাদকে বদলি করতে হবে। সংগঠনের নেতা দীনেশ লালের অভিযোগ, এই দীনেশ প্রসাদের নেতৃত্বে ডাবর কয়লাখনি থেকে কয়লার সঙ্গে পাথর মিশিয়ে পাঠানো হচ্ছে। এছাড়াও উনি প্রতিটি শ্রমিকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অনেকবার জিএমকে

আবেদন জানানো হয়েছে তাঁকে বদলি করার জন্য। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই আজ শ্রমিকদের সঙ্গে নিয়ে ইসিএলের সালানপুর এরিয়া অফিসের সামনেই বিক্ষোভ সমাবেশ গড়ে তোলা হল।

সোলার পাম্প প্রকল্পে চলছে বিঘে বিঘে জমির চাষ

সংবাদদাতা, দাসপুর : বিদ্যুৎ নয়, সোলার বা সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেচের কাজে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেওয়ায় উপকৃত হচ্ছেন কয়েক হাজার কৃষক। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ২ ব্লকের গৌরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শুরু হয়েছে এই প্রকল্পের কাজ। জানা যায়, ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গৌরা সোনামুই কেবিএ মৌজায় কৃষকদের চাষের কাজে জল ব্যবহারের জন্য খুব সমস্যায় পড়তে হত।

কারণ কাছাকাছি সোনাটোপা খালটি দীর্ঘ কয়েক বছর সংস্কার না হওয়ার ফলে খালের জলধারণের ক্ষমতা একেবারে কমে যায়। ঘাটাল সেচ দফতরের উদ্যোগে ও দাসপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় ওই মৌজায় বসানো হয় সোলার-চালিত পাম্প। আজ সেখানে কয়েকশো কৃষক তাঁদের বিঘার পর বিঘা জমিতে সোলার পাম্প চালিয়েই সেচের কাজে জল ব্যবহার করছেন।

আমার বাংলা
12 December, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জামালপুরে উদ্বোধন হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সামান্য শরীর খারাপ হলেই আর ছুটতে হবে না শহরে, গ্রামেই মিলবে পরিষেবা। একটি গাড়িতেই পাবেন ডাক্তার দেখানোর সুবিধা থেকে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট ও ইসিজি ব্যবস্থা। জামালপুরে উদ্বোধন হল ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের।

চিকিৎসাকেন্দ্রের উদ্বোধনে অলোককুমার মাঝি, পূর্ণিমা মালিক প্রমুখ।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যপরিষেবা পৌঁছে দিতে অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে একটি করে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলায় মোট ১৪টি এই ধরনের ভ্রাম্যমাণ গাড়ি রয়েছে। বৃহস্পতিবার জামালপুরে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। এই গাড়িগুলিতে সর্বক্ষণের জন্য থাকবেন একজন চিকিৎসক, একজন অপ্টোমেট্রিস্ট, একজন প্যাথলজিস্ট ও আশাকর্মী। এছাড়াও পাবেন বিভিন্ন টেস্ট ও ইসিজি করার সুযোগ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। উপস্থিত বিধায়ক অলোককুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহসভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থসারথি দে, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শঙ্খশুভ্র দাস, প্রধান বিকাশ পাকড়ে, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ জয়দেব দাস প্রমুখ।

ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, প্রতিটি পঞ্চায়েতে এই গাড়ি নিয়ে ক্যাম্প করার নির্দেশ আছে। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও বিভিন্ন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে চিকিৎসা পরিষেবা মানুষ পাচ্ছেন সেটা চালু থাকবে। তার সঙ্গে যাঁরা আসতে পারছেন না তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা। প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় বিডিও স্থানীয় পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে ক্যাম্প করার সিদ্ধান্ত নেবেন।

তিন রঙের প্যাকেটে তিন পরীক্ষার প্রশ্ন

প্রতিবেদন : আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি একইসঙ্গে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টার, তৃতীয় সেমেস্টার ও পুরনো পাঠ্যক্রমের পরীক্ষা। তিনটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকেন্দ্রে আসার পথে বা আসার পর অদলবদল না হয়, সেই জন্য অভিনব পদক্ষেপ নিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, তিনটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবার তিনটি আলাদা রঙের প্যাকেটে পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠাবে সংসদ। প্রত্যেক প্যাকেটের উপরে লেখা থাকবে পরীক্ষার নাম।

ফলপ্রকাশে দেরি

প্রতিবেদন : আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। তাই নির্বাচনী বিধির কারণে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশে কিছুটা দেরি হতে পারে। বৃহস্পতিবার সিউড়িতে একথা নিজেই জানিয়ে দিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। ভোটের জন্য এপ্রিলের শুরুতে সম্ভব না হলেও মাসের শেষের দিকে ফলপ্রকাশ হতে পারে আগামী বছর।

পৌষমেলা : অনলাইনে হবে স্টলের আবেদন

সংবাদদাতা, বীরভূম : যাবতীয় বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সুষ্ঠুভাবে পৌষমেলা শুরু হতে চলেছে, দাবি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের। অতীতের উপাচার্যের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলাকে বিতর্কমুক্ত রাখতে সচেষ্ট সব পক্ষ। পৌষমেলা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পাঠাগারে চন্দ্রনাথ সিংহ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, উপাচার্য ড. প্রবীরকুমার ঘোষের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। বৈঠকের পর উপাচার্য জানিয়েছেন, এবার প্রথম ১০০ শতাংশ স্টল বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে অনলাইনে। শেষবার স্টল বণ্টন নিয়ে কিছু দুর্নীতির অভিযোগ এসেছিল। পুরসভা মেলার মাঠ পরিষ্কারের গুরুদায়িত্বে। কয়েক লক্ষ পর্যটকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে জেলা পুলিশ। শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পরিষদ মেলায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আগামী সপ্তাহের প্রথম থেকেই স্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্টল বণ্টন শুরু হবে। ৭৫ শতাংশ স্থানীয়কে মাঠে জায়গা দেওয়া হবে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং জেলা পুলিশকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করা হয়েছে, যে কমিটি মেলা শুরুর তিনদিন আগে গিয়ে যাচাই করে দেখবে। এবারে স্টল বাড়বে। তবে ভাড়া বাড়ছে না। শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের অনিল কোনার জানিয়েছেন, বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশ মেনেই মেলা হবে ছয়দিন। বৈঠকে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন জেলাশাসক ধবল জৈন ও পুলিশ সুপার আমনদীপ।

শ্রমিকের মৃত্যু

● কর্মরত অবস্থায় হলদিয়া বন্দরে এক শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য শিল্পশহরে। মৃত ওই শ্রমিকের নাম মমতাজ আলি শাহ (৪৪)। বাড়ি কাঁথির রঘুনাথপুর গ্রামে। বৃহস্পতিবার সকালে অন্য দিনের মতোই ওই শ্রমিক বন্দরে কাজ করছিলেন। এমন সময় আচমকা হাইড্রা মেশিনের চেন ছিঁড়ে তাঁর উপর এসে পড়ে। তাঁকে হলদিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

বাজপাখি পাচার

● বাজপাখি পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল বন দফতর। অভিযানে গ্রেফতার ১, উদ্ধার ছ'টি বাজপাখি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার গভীর রাতে বাঁশকোপা টোল প্লাজার সামনে হানা দেয় বর্ধমান বন বিভাগের দুর্গাপুর রেঞ্জের একটি বিশেষ টিম। আটক করা হয় একটি চারচাকা গাড়ি ও ছ'টি বাজপাখি। পাখিগুলি বিহার থেকে বর্ধমানে পাচারের জন্য আনা হচ্ছিল। ঘটনাস্থলেই গ্রেফতার করা হয় গাড়ির চালক শেখ ওয়াজেদকে।

দু'চোখে দুর্যোগ

(প্রথম পাতার পর)

তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে, আমি নাগরিক কি না? এর চেয়ে নাকখত দেওয়া অনেক ভাল!

এর পরেই বিজেপি ও কমিশনকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই দাঙ্গাবাজদের কাছে প্রমাণ করতে হবে, আমি দেশের নাগরিক কি না! দেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল কোথায় ছিলে তোমরা? ইংরেজদের রাজত্বের সময় ওদের দাসত্ব করেছ তোমরা। আজকে দেশ চেনাচ্ছ আমাদের? রবীন্দ্রনাথকে গালি দিয়ে, বঙ্কিম, রামমোহনকে অসম্মান করে, নেতাজিকে অসম্মান করে, মাতঙ্গিনী, ক্ষুদিরামকে অসম্মান করে! এ কোন ভারত? আমরা তো বলেছিলাম, সময় নিয়ে এসআইআর করো। এত তাড়াহুড়ো কেন? হোয়াই সো হাংরি?

ঝাড়গ্রামে বৃহস্পতিবার এসআইআর সংক্রান্ত শেষ পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। জামবনি ব্লকের কনকদুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বৈধ নাম বাদ গেলেই ধরনা

(প্রথম পাতার পর) করে কেন্দ্রের হয়ে কমিশনের কাজ নিয়ে তোপ দাগেন। বলেন, দিল্লি থেকে লোক পাঠিয়ে নাম কাটার কাজ করানো হচ্ছে। কমিশনের কাছে শুধু বিজেপির তাঁবেদারি মান্যতা পায়। আমরা চিঠি দিলে তার উত্তর আসে না। আর বিজেপি চিঠি দিলেই কাজ শুরু হয়ে যায়! কমিশনকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইলেকশন এখনও ডিক্লেয়ার হয়নি। তুমি ডিএমদের ভয় দেখাচ্ছ কেন? মানুষকে বন্ডেড লেবার বানাতে চাইছ! আমরা তো বলেছিলাম, সময় নিয়ে এসআইআর করো, তাড়াহুড়ো কেন? হোয়াই সো হাংরি? ভোটের জন্য? ভাল করে মনে রাখবেন, সুস্থ বাঘের চেয়ে আহত বাঘ অনেক ভয়ঙ্কর। এরা ভোট করছে লুট, আর বলছে ঝুট! বিজেপির আইটি সেল ভোটার লিস্ট তৈরি করে দেবে, সেই লিস্ট ধরে ভোট করবেন? এটাই ইচ্ছা তো! বিহারে যা করেছেন, বাংলায় হবে না। স্পষ্ট কথা নেত্রীর। তাঁর কথায়, এজেন্সি দিয়েও নয়। ওদের আপনারা বাধ্য করেছেন বিজেপিতে পরিণত করতে। এটা দেশের পক্ষে ভাল নয়। মনে রাখবেন, মানুষ সরকার নির্বাচিত করে, ইলেকশন কমিশন নয়। বাংলায় এনআরসি হবে না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। মনে রাখবেন, আমি ভোট চাইতে আসিনি। নিশ্চিন্তে থাকুন, কাউকে তাড়াতে দেব না। সবাইকে স-সম্মানেই রক্ষা করব।

এসআইআর নিয়ে কমিশনের হিয়ারিংয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে এদিন বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, আপনারা হিয়ারিংয়ে যাবেন। কোনও তথ্য লাগলে আমরা সাহায্য করে দেব। পার্টির লোকেরাও থাকবে, সরকারের তরফেও 'মে আই হেল্প ইউ' ক্যাম্প করা হচ্ছে। সব তথ্য পাবেন। ভয় পাবেন না।

রাস্তার সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

কেন্দ্রের অসহযোগিতা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র সরকার টাকা বন্ধ করেছে। বঞ্চনা করেছে। রাজ্যের উন্নয়ন কিন্তু থেমে থাকেনি বরং এগিয়ে চলেছে। এক দিনে ২০ হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তার উদ্বোধন করলাম। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বন্ধের পরও ৩৯ হাজার করেছিলাম। এ-নিয়ে মোট ১ লক্ষ ৮৩ হাজার কিলোমিটার রাস্তা করেছি আমরা। এর মধ্যে রয়েছে, ৩৬১টি প্রধান ও মাঝারি সেতুও। উন্নয়নের দিক থেকে রাজ্য ১ নম্বর ছিলে, ১ নম্বর থাকবে। চক্রান্ত করেও উন্নয়ন আটকানো যাবে না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী কৃষ্ণনগর সরকারি মহাবিদ্যালয়ের গাবতলা ময়দান থেকে 'পথশ্রী' ও 'রাস্তাশ্রী' ট্যাবলোরও উদ্বোধন করেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সমগ্র নদিয়া জেলায় মোট ৮০৮ কিলোমিটার রাস্তা গ্রামাঞ্চলের জন্য এবং শহরাঞ্চলের জন্য ১৬৭ কিলোমিটার রাস্তার প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পের সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ড. মনোজ পন্থ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর লোকসভার সাংসদ মহুয়া মৈত্র, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির, নদিয়ার জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত-সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী 'পথশ্রী' ও 'রাস্তাশ্রী' প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম হবে বলে জানান প্রশাসনিক আধিকারিকেরা।

মাতঙ্গিনী হয়ে গেলেন মাতা গিনি

(প্রথম পাতার পর) গুলি খাচ্ছেন, সেটাই ভারতমাতার প্রতীক। সেভাবেই তাঁকে দেশ চেনে। তিনি হিন্দু না মুসলিম সে প্রশ্ন তোলে কোন আহাম্মকেরা। এই বিপ্লবী নেত্রীকে বিজেপি পরিচয় করাচ্ছে ধর্মকে সামনে এনে। বিজেপির উচিত দেশের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়া। এদের একটাই শাস্তি, গণতান্ত্রিকভাবে বান্ডিল করে দেশ থেকে বিতাড়িত করা। বঙ্গ বিজেপি নেতারা এখন কেন কিছু বলছেন না!

সিউড়ি শহরে কোটি টাকায় হচ্ছে বিসর্জনঘাট

সংবাদদাতা, সিউড়ি : সিউড়ি শহরের দুর্গাপুজো কমিটিগুলোর চাহিদা মেনে এবার এক কোটি টাকা ব্যয়ে বিসর্জনঘাট নির্মাণ হচ্ছে তিলপাড়া ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে। এদিন সেই ঘাট পরিদর্শনে যান সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি। দ্রুতগতিতে এই নির্মাণকাজ হচ্ছে। বিকাশ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শুরু হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে কার্নিভাল। কার্নিভালের পরে প্রতিমা বিসর্জনের জন্য সুনির্দিষ্ট ঘাট সিউড়িতে ছিল না। শহরে দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলির দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি বিসর্জনঘাট করে দিতে হবে। সেই দাবি মেনেই এই ঘাট তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বিধায়ক এবং সংসদ তহবিল থেকে এক কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। দুর্গা প্রতিমার পাশাপাশি ছটপুজো, তর্পণ এবং পরলৌকিক ক্রিয়ার জন্যও এই ঘাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অরুণাচলের অঞ্জো জেলায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পাহাড় থেকে গভীর খাদে পড়ে গেল পরিযায়ী শ্রমিক বোঝাই একটি ট্রাক। মৃত্যু হল অন্তত ২২ জনের। মৃতরা সকলেই অসমের তিনসুকিয়া জেলার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবারের ঘটনা

দিল্লি দরবার

12 December 2025 • Friday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

রাজ্যসভায় বিস্ফোরক তৃণমূল

এসআইআর রক্তপাতহীন রাজনৈতিক গণহত্যা: দোলা

নয়াদিল্লি: তৃণমূলের যুক্তির ঝড়ে সংসদে কোণঠাসা বিজেপি। নির্বাচনী সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এসআইআর নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি সরকারের মুখোশ খুলে দিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন। এসআইআর হল পলিটিক্যাল জেনোসাইড— রক্তপাতহীন রাজনৈতিক গণহত্যা, সাফ জানান তিনি। বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখার সময়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার বকেয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা এবং বাংলা ভাষার অসম্মানের ইস্যু তুলে ধরে তোপ দাগেন দোলা সেন। এই প্রসঙ্গেই তাঁর দাবি, আরএসএস এবং বিজেপি বাংলা ও বাঙালিকে মন থেকে তাদের শত্রু মনে করে। এর প্রধান, কারণ বাঙালির মেধা ও মনীষা। একইসঙ্গে আছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নবজাগরণে বাংলা ও বাঙালির অগ্রণী ভূমিকা। বিজেপি-আরএসএস এগুলিকে পছন্দ করে না। তারা এখন বাংলাকে হাতে মারতে না পেরে ভাতে মারার চক্রান্ত করছে। বাংলায় কথা বললেই সাধারণ মানুষকে জেলে পোরা হচ্ছে, না হলে জোর করে পুশব্যাক করে তাদের বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে। এর পরেও দমবে না বাংলা। বাংলার দাবি মেনে সোনালি খাতুনকে দেশে ফেরাতে বাধ্য হয়েছে মোদি সরকার। বিজেপি তথা মোদি সরকারের এই আচরণ নিতান্তই লজ্জা। সরকারের তরফে এই প্রসঙ্গে কোনও দুঃখপ্রকাশ করা হয়নি।

এর পরেই সার প্রসঙ্গে তোপ দেগে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেনের প্রশ্ন, কেন এসআইআরের ক্ষেত্রে ২০০২ সালকে মাপকাঠি করা হবে? কেন অসম, মেঘালয় সহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী রাজ্যে এসআইআর করা হবে না? বাংলা জুড়ে নাকি শুধুই রোহিঙ্গা, দাবি বিজেপির। এর আগে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে ২০২৩ সালে মোদি সরকার জানিয়েছিল, সারা দেশের ৪০,০০০ রোহিঙ্গার মধ্যে বাংলায় থাকা রোহিঙ্গার সংখ্যা ১০২। এত মিথ্যাচার কেন? তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআরের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু আগে মোদিজি নিজে পদত্যাগ করুন, তারপরে বাংলায় এসআইআর করা হোক। বাংলার সীমান্ত সুরক্ষার দায়িত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। এই দায়িত্ব অমিত শাহর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। তাহলে অনুপ্রবেশের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করছেন না কেন? উল্টা চোর কোতোওয়ালকো ডাটে?

লক্ষ্যের বহুদূরে স্বচ্ছ ভারত মালা রায়ের প্রশ্নে সংসদে বেআব্রু কেন্দ্রের ব্যর্থতা

নয়াদিল্লি: শুধুই ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার। আসল কাজে অষ্টরম্ভা মোদি সরকার। সংসদে তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নে আবার ধরা পড়ে গেল কেন্দ্রের ফাঁকা আওয়াজ। দেশকে 'খোলা স্থানে মলত্যাগ মুক্ত' (ওডিএফ) করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার এক মিশন চালু করেছিল। ২০১৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এই মিশন আরও পাঁচ বছরের জন্যে চালু রাখা হয়। মিশনের দ্বিতীয়পর্ব প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। দেশে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ গ্রামকে 'খোলা স্থানে মলত্যাগ মুক্ত' করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ভি সোমান্না লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের প্রশ্নের জবাবে স্বচ্ছ ভারত মিশনের (গ্রামীণ) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বিস্তারিত যে তথ্য তুলে ধরেছেন, তাতেই স্পষ্ট কেন্দ্রের এই ব্যর্থতা।

প্রশ্নের জবাবে ১৫ নভেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পের মাধ্যমে স্যানিটেশন ব্যবস্থার অগ্রগতির কথা জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, সবার জন্য শৌচাগার নিশ্চিত করে ২০১৯ সালের ২ অক্টোবরের মধ্যে দেশকে 'খোলা স্থানে মলত্যাগ মুক্ত' (ওডিএফ) করার লক্ষ্য নিয়ে ২০১৪ সালের ২ অক্টোবর এই মিশন চালু করা হয়েছিল। মিশনের প্রথম পর্বে (২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অনলাইন তথ্যানুসারে সারাদেশে ১০ কোটিরও বেশি ব্যক্তিগত গৃহস্থালি শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২০১৯ সালের ২ অক্টোবর সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ওডিএফ ঘোষিত হয়েছে। এত তথ্যের ভিড়েও মোদি সরকার কিন্তু লুকিয়ে রাখতে পারেনি স্বচ্ছ ভারত মিশনে তাদের ব্যর্থতার কথা।

জমিদারি মানসিকতা নিয়ে চলছে মোদি সরকার

মোদি সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে সংসদ চত্বরে প্রতিবাদ তৃণমূল সাংসদদের। বৃহস্পতিবার।

বাংলাকে বঞ্চনার প্রতিবাদে সংসদ প্রদক্ষিণ করে মিছিল তৃণমূলের

নয়াদিল্লি : বাংলার প্রাপ্য বকেয়ার প্রশ্নে আবারও নিজেদের কড়া অবস্থানের কথা বুঝিয়ে দিল তৃণমূল। একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বাংলার বকেয়া ২ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতেই হবে। না হলে প্রতিবাদের রাস্তা থেকে সরবে না তৃণমূল। এই নিয়েই সংসদের ভিতরে ও বাইরে দু'জায়গাতেই সরব হচ্ছেন তৃণমূল সাংসদরা। বৃহস্পতিবারও বকেয়া টাকার দাবিতে লোকসভায় ফের প্রতিবাদের ঝড় তুললেন তৃণমূল সাংসদরা। এদিন দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় লোকসভায় জিরো আওয়ারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই ইস্যু তুলে সোচ্চার হন। কোন খাতে বাংলার কত টাকা বকেয়া, সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে অবিলম্বে বকেয়া দেওয়ার দাবি জানান তিনি। বলেন, কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পরেও রাজ্যে মনরেগার ১০০ দিনের কাজ শুরু করেনি কেন্দ্র। পাশাপাশি বকেয়া রয়েছে বাংলার ন্যায্য টাকাও। বাংলার ৫৯ লক্ষ শ্রমিকের সঙ্গে যেভাবে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে মোদি সরকার, তা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক লোকসভায় ক্ষোভপ্রকাশ করলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। সৌগত রায়ের সুরেই বাংলার বকেয়া নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা করেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ। তাঁর দাবি, জমিদারি মানসিকতা নিয়ে চলছে মোদি সরকার। তারা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানছে না। আসলে এই সরকার বাংলা-বিরোধী। বাংলার শ্রমিকদের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হোক, বাংলার বকেয়া অবিলম্বে মেটানো হোক। এদিনও সংসদ-চত্বরে বকেয়া ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল সাংসদরা। বকেয়া-সংবলিত পোস্টার নিয়ে সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভে অংশ নেন শতাব্দী রায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মালা রায়, মিতালি বাগ, প্রতিমা মণ্ডল, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাগরিকা ঘোষ, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাপি হালদার-সহ অন্যরা।

ডেরেক ও'ব্রায়েন (রাজ্যসভা)
পিরিওডিক লেভার ফোর্স সার্ভে রিপোর্টে বলা হয়েছে, গ্রামীণ ক্ষেত্রে পুরুষ শ্রমিকের শতকরা হার ৭৮.১। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হার ৩৭.৯। শহরে পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের শতকরা হার যথাক্রমে ৭৫.৩% এবং ২৬.১%। এই তথ্য যদি সত্যি হয় তাহলে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এই ফারাকের প্রকৃত কারণ কী? বিস্তারিত তথ্য দিক কেন্দ্র।

সৌগত রায় (লোকসভা)
ভারতের বিদ্যুৎক্ষেত্র কি অত্যন্ত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি? বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে কি বিশাল অঙ্কের ক্ষতি হয়ে চলেছে? উঠছে না উৎপাদনের খরচও? বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাগুলির পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব এবং আর্থিক অস্থিরতা কি দেশের বিদ্যুৎ শিল্পকে অভূতপূর্ব সংকটের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে?

কাকলি ঘোষ দস্তিদার (লোকসভা)
গত ৩ বছরে এবং চলতি বছরে বিমান সংস্থাগুলির মোট লাভ এবং ক্ষতির অঙ্ক কত? বিস্তারিত তথ্য দিক কেন্দ্র। এটা কি সত্যি যে অন্তর্দেশীয় যাত্রীবাহী বিমানের আর্থিক অবনমন ঘটছে বছরের পর বছর?

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (লোকসভা)
বস্তি উচ্ছেদ এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কী ভূমিকা নিয়েছে? এর অগ্রগতিই বা কতটা? তথ্য ও পরিসংখ্যান দিক কেন্দ্র।

সায়নী ঘোষ (লোকসভা)
বাংলায় জলজীবন মিশন খাতে কেন্দ্র কত টাকা শুরু থেকে বরাদ্দ করেছে? কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা বকেয়া রয়েছে? বছর ভিত্তিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিক কেন্দ্রীয় সরকার।

দীপক অধিকারী (দেব) (লোকসভা)
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে উৎপাদন ভিত্তিক

ইনসেনটিভ প্রকল্পের অবস্থা কী? উত্তর দিক কেন্দ্র।

মৌসম নুর (রাজ্যসভা)
কেন্দ্রীয় সরকারের স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে অগ্রগতির সঠিক চিত্র কী? জানাক কেন্দ্র। চ্যালেঞ্জ বেসড ডেস্টিনেশন ডেভলপমেন্ট প্রকল্পের এখন কী অবস্থা? বিস্তারিত তথ্য চাই।

সুস্মিতা দেব (রাজ্যসভা)
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প আদৌ এগিয়ে চলছে কি? এটা কি ঘটনা যে টাকার অভাবে বেশকিছু প্রকল্প থমকে দাঁড়াচ্ছে মাঝপথে কিংবা বাস্তবায়িত হতে অনেক দেরি হচ্ছে?

সাকেত গোখেল (রাজ্যসভা)
ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ফান্ডের অবস্থা এখন কী? বিস্তারিত তথ্য দিক কেন্দ্র। রিলিফ ফান্ডের টাকার জন্য কী নীতি গ্রহণ করেছে কেন্দ্র তা জানানো হোক বিস্তারিতভাবে।

প্রকাশ চিক বরাইক (রাজ্যসভা)
ভারতের নাগরিকত্ব যাঁরা ছেড়েছেন তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কী আছে কেন্দ্রের কাছে? যদি থাকে তবে গত ৫ বছরের বছরভিত্তিক তথ্য ও পরিসংখ্যান দিক কেন্দ্র।

মহম্মদ নাদিমুল হক (রাজ্যসভা)
খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত রিপোর্ট চাই। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এ-ব্যাপারে সমতা রক্ষা করা হয় কি? যদি না হয় তার কারণ কী?

সামিরুল ইসলাম (রাজ্যসভা)
বিচারবিভাগের উন্নয়ন এবং পরিকাঠামো খাতে কেন্দ্রের স্পনসর্ড প্রকল্পগুলিতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে? ট্রাইবুন্যাল, উচ্চ ও নিম্ন আদালত কমপ্লেক্সে লেডিস টয়লেটের সংখ্যা শতকরা হিসেবে কত? বিস্তারিত তথ্য দিক কেন্দ্র।

মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল ৪ পুলিশ আধিকারিকের। সকলেই বম্ব ডিসপোজাল ও ডগ স্কোয়াডে কর্মরত ছিলেন। গাড়িতে ফেরার সময় একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান তাঁরা

গোল্ড কার্ড ভিসা চালু করে স্বীকারোক্তি ট্রাম্পের

পড়াশোনা শেষে পড়ুয়াদের ভারতে ফিরে যাওয়া খুবই লজ্জার, হাস্যকরও

ওয়াশিংটন : বিলম্বিত বোধোদয়, না কি নিছক নতুন কোনও কৌশল? গোল্ড কার্ড ভিসা চালু করে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য তাঁর গভীর উপলব্ধির কথা জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বললেন, পড়াশোনা শেষ করে ছাত্রদের ভারতে ফিরে যেতে হয়, এটা খুবই লজ্জার। আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের অনেকেই ক্লাসে সেরা হওয়া সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে যে অভিবাসন সংক্রান্ত নানা বাধার মুখোমুখি হতে হয়, তা অকপটে স্বীকার করে নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্য, এটা খুবই লজ্জাজনক এবং হাস্যকর যে কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পরে তাঁদের ভারতে, চিনে কিংবা ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। আমরা অবশ্যই এটা নিয়ে ভাবছি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের আশ্বাস, নয়া ভিসা এলে প্রতিভাবান পড়ুয়াদের আমেরিকায় রাখা কিছুটা হলেও সহজ হবে। লক্ষণীয়, গত সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প নতুন নির্দেশনামায় সিলমোহর দিলেও বুধবার থেকেই কার্যকর হয়েছে গোল্ড কার্ড ভিসা। ট্রাম্প

জানিয়েছেন, আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এখন থেকেই আবেদন করা যাবে গোল্ড কার্ড ভিসা। এই ভিসার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়েই, ভারতীয় পড়ুয়াদের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তিনি জানিয়ে দেন, নতুন অভিবাসন উদ্যোগে উচ্চশিক্ষিত এবং প্রতিভাবান আন্তর্জাতিক ছাত্রদের নিয়োগ করা এবং স্থায়ীভাবে আমেরিকায় থাকার সুযোগ করে দিতে পারবে মার্কিন মুলুকের বিভিন্ন সংস্থা। তিনি জানিয়েছেন, অ্যাপল-এর সিইও এবং অন্যান্যদের মুখ থেকে তিনি বেশ কয়েকবার শুনেছেন, অভিবাসন সংক্রান্ত ঝামেলা এড়াতেই সেরা কলেজগুলো থেকে কর্মী নিয়োগ সম্ভব হয় না। বোঝা যায় না, সেই কর্মীকে আদৌ দেশে রাখা সম্ভব হবে কি না। ট্রাম্পের উপলব্ধি, এতদিন এই কারণেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হতেন মেধাবী শিক্ষার্থীরা। তবে এবার থেকে আর তা হবে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন ট্রাম্প।

লক্ষণীয়, মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই আশ্বাস এমন সময়ে এল যখন তাঁর অভিবাসন নীতির পরিণতিতে ৮৫ হাজার ভিসা মার্কিন প্রশাসন বাতিল করে দিয়েছে মাত্র এক বছরে। এরমধ্যে আট হাজারের বেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা। সেই কারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট যতই আশ্বাস দিন না কেন, অনেকেই মনে করছেন, না আঁচালে বিশ্বাস নেই। আর ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য তাঁর নয়া উপলব্ধি, অনেকের মতেই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন ছাড়া আর কিছুই নয়।

অভিষেকের প্রশ্নে দায়সারা উত্তর কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি : স্মার্ট মিটার ইনস্টলেশনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পথে কতটা এগিয়েছে কেন্দ্রের বিদ্যুৎ দফতর? রিভ্যাম্পড ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম বা আরডিএসএসের অগ্রগতি কতটা হয়েছে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত? লোকসভায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলেন তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ-ব্যাপারে রাজ্যভিত্তিক রিপোর্টও দাবি করলেন তিনি। ফিনান্সিয়াল হেল্থ ইন্ডিকেটরস অফ স্টেট ডিসকম প্রকল্প সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য দাবি করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রীতিমতো হোঁচট খেল কেন্দ্র। বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক কোনওরকমে দায়সারা উত্তর দিয়ে এড়িয়ে গেলেন মূল বিষয়টি।

রাজস্থানে কৃষক-পুলিশ সংঘর্ষে ভাঙচুর-আগুন, জখম অন্তত ৫০

ইথানল কারখানার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ

জয়পুর : দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামলেন রাজস্থানের কৃষকরা। রুখে দাঁড়ালেন হনুমানগড়ে ইথানল কারখানা নির্মাণের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদী কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করতে নির্বিচারে লাঠি চালাল বিজেপির পুলিশ। ফাটানো হল কাঁদানে গ্যাসের শেল। জখম হলেন অন্তত ৫০ জন কৃষক। পাল্টা ভাঙচুর চালিয়ে অন্তত ১০টি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরাও। ট্রাক্টর দিয়ে কারখানার পাঁচিল ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে উত্তেজিত জনতা। ভেঙে দেয় বুলডজার। এলাকায় ইথানল কারখানা হলে চাষের খেতে দূষণ ছড়াবে। জল দূষিত হবে। দীর্ঘ এক বছর ধরে রাজস্থানের হনুমানগড় জেলার কৃষকরা এর প্রতিবাদ করলেও কান দেয়নি রাজস্থানের বিজেপি শাসক। এবার ইথানল কারখানা ভাঙার উদ্যোগ নিলে কৃষকদের উপর লাঠিচার্জ করে রাজস্থান পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পুলিশ-কৃষক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হনুমানগড়ের টিব্বি। পুলিশের লাঠিচার্জে আহত অন্তত ৫০ কৃষক।

রাজস্থানের হনুমানগড়ের টিব্বিতে ইথানল কারখানা তৈরি হওয়ার পরিকল্পনা শুরু হতেই প্রতিবাদ শুরু করে কৃষকরা। সম্প্রতি ফের কৃষকদের জোট বাঁধার প্রক্রিয়া শুরু হয় ইথানল কারখানা তৈরির কাজ শুরু হওয়ায়। টিব্বিতে একটি মহাপঞ্চায়েত আয়োজন করে কৃষকরা জোটবদ্ধ আন্দোলনের পথে নামলে পাঞ্জাবের কৃষকরাও তাতে যোগ দেয়। বৃহস্পতিবার সকালে কারখানা এলাকায় কৃষকদের জমায়েত হতেই পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়। কৃষকদের উপর লাঠিচার্জ থেকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। আহত হন বহু কৃষক। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে কৃষকরা।

বাংলাদেশে নির্বাচন ১২ ফেব্রুয়ারি ওইদিনই জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট

ঢাকা : অবশেষে দিন ঘোষণা হল বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের। ভোটগ্রহণ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। ওইদিনই গণভোট হবে জুলাই সনদ নিয়েও। বৃহস্পতিবার বিকেলে একথা জানিয়েছেন, বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি এ এম এম নাসিরউদ্দিন। তবে জাতীয় সংসদের নির্বাচন এবং গণভোট হবে একই বুথে পৃথক ব্যালটে। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ। সিইসি জানিয়েছেন, দলীয় প্রতীকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে নিবন্ধিত মোট ৫৬টি রাজনৈতিক দল। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ থাকায় আওয়ামি লিগের

আওয়ামি লিগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কি আদৌ আইনসঙ্গত? প্রশ্ন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের

নিবন্ধন স্থগিত রয়েছে। ফলে শেখ হাসিনার দল অংশ নিতে পারবে না নির্বাচনে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তকে ঘিরেই দেশে-বিদেশে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। এই নির্বাচন আদৌ আইনসঙ্গত কি না প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশেরই প্রশ্ন, নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে গণঅভ্যুত্থানের নামে। এখন তাঁকে এবং আওয়ামি লিগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কোন যুক্তিতে? লক্ষণীয়, জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করা হলেও আওয়ামি লিগের কর্মী এবং সমর্থকরা কিন্তু প্রকাশ্যে এবং গোপনে রাজনৈতিক তৎপরতা এবং জনসংযোগ চালিয়েই যাচ্ছে। গোপালগঞ্জ সহ বেশ কয়েকটি

জেলায় লিগের জনসমর্থনের ভিত এখনও অটুট বলে খবর। এদিকে হাসিনার বিরুদ্ধে তথাকথিত একজোট শক্তির মধ্যেও ফাটল ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। জামাত এবং বিএনপির মধ্যে মতবিরোধ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। এবার শুরু হয়েছে দল ভাঙানোর খেলা। খালেদা জিয়ার জমানার হেভিওয়েট মন্ত্রী বুধবার বিএনপি ছেড়ে যোগ দিয়েছেন নাহিদের এনসিপিতে। দলবদল করা এই প্রাক্তন মন্ত্রী মনজুর কাদের বাংলাদেশ সেনার একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর।

বিজেপির ধাপ্পাবাজি, বছর শেষেও শুরু হয়নি বাজেটে ঘোষিত ৩টি কেন্দ্রীয় প্রকল্প

নয়াদিল্লি: দেশকে বিভ্রান্ত করে ধাপ্পাবাজি দেওয়াই মোদি সরকারের প্রধান লক্ষ্য। বারবার তৃণমূল কংগ্রেস তা প্রমাণ করেছে। তারপরেও নিজেদের অসৎ আচরণ পাল্টায়নি জনবিরোধী নীতি নিয়ে চলা কেন্দ্রীয় সরকার। গত ১১ বছরে মোদি সরকারের কার্যকালে প্রতি বছরই ঢাকঢোল পিটিয়ে সাধারণ বাজেটে ঘোষণা করা হয় প্রচুর প্রকল্প। এই সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পের খাতে বরাদ্দ করা হয় কোটি কোটি টাকা। তার পরের চিত্রটাই আসল। মাসের পর মাস কেটে গেলেও সাধারণ বাজেটে ঘোষিত কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বেশ কয়েকটি দিনের আলো দেখতে পায় না। ওদিকে আর্থিক বছর শেষ হতে যায়। চলতি আর্থিক বছরেও একই ঘটনা ঘটেছে যেখানে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য ঘোষিত তিনটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প ন্যাশনাল আবার্ন ডিজিটাল মিশন, আবার্ন চ্যালেঞ্জ ফান্ড এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউজিং আজ পর্যন্ত পথচলা শুরু করতে পারেনি।

এদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পেশ করা বাজেটে প্রকল্পগুলির ঘোষণার পরে কেটে গিয়েছে প্রায় ৯ মাস। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির সরকারি অলিন্দে ঘুরছে প্রশ্ন, আদৌ কি এই তিনটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প কোনওদিন বাস্তবায়িত হবে?

গোটা ইস্যুতে মোদি সরকারের মুখ আর মুখোশ আলাদা হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গেই বিজেপি এবং মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, সাধারণ বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, মোদি সরকার সেই টাকা খরচ করে না। বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্প শুরুই হয় না। এটা বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ধাপ্পাবাজি এবং ভাঁওতাবাজির একটা পদ্ধতি। এরা দেশের আমজনতার সঙ্গে প্রতারণা করে। এটা ভয়ানক প্রবণতা। দেশের মানুষ ধরে ফেলেছেন ওদের এই ভাঁওতা।

গোয়ার নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ড বিদেশে আটক লুথরা ভাইরা

পানাজি : গোয়া নৈশকালীন রেস্তোরাঁর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এবার আটক করা হল মূল অভিযুক্ত সৌরভ ও গৌরব লুথরাকে। ঘটনার দিন থেকেই তাঁরা পালিয়ে থাইল্যান্ডে চলে যান বলে গোয়েন্দাদের কাছে খবর ছিল। সূত্রের খবর, অভিযুক্তদের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ডিটেনশন সেন্টারে নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় তদন্তকারী টিমের ইতিমধ্যেই তাঁদের দেশে ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নাইট ক্লাবের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই ম্যানেজার-সহ এক মালিক অজয় গুপ্তাকে গ্রেফতার করেছে গোয়া পুলিশ। যদিও নিজেকে কোম্পানির 'স্লিপিং পার্টনার' বলে দাবি করেছেন অজয়। তাঁকে জেরা করে লুথরাদের বেআইনি সম্পত্তির ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারী। জানা গেছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার দিন দমকল ও উদ্ধারকাজ চলার মধ্যেই ৭ ডিসেম্বর রাত ১টা ১৭ মিনিটে লুথরা ভাইরা অনলাইনে থাইল্যান্ডের টিকিট বুক করেন। এরপরই গোয়া পুলিশ দু'জনের পাসপোর্ট স্থগিত করে এবং ইন্টারপোলের কাছে 'ব্লু কর্নার নোটিশ'-এর আবেদন জানায়। অবশেষে দু'জনকেই আটক করা গেছে বলে সূত্রের খবর।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

চলচ্চিত্র জগৎ থেকে সরে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী মহিমা চৌধুরী। দীর্ঘ সময় পর আবার ফিরছেন তিনি। আসছে তাঁর ছবি ‘দুর্লভপ্রসাদ কী দুসরি শাদি’। মুখ্য ভূমিকায় মহিমার সঙ্গে রয়েছেন সঞ্জয় মিশ্র। পরিচালক সিদ্ধান্ত রাজ সিং

ধুরন্ধর

মুক্তির পরেই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে অপারেশন ‘ধুরন্ধর’। ইতিমধ্যেই পেরিয়ে গেছে একশো কোটির গণ্ডি। ছবির পরিচালক আদিত্য ধর। মুখ্য ভূমিকায় অভিনেতা রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না, আর মাধবন। টানটান স্পাই মিশন, অ্যাকশন, রোমান্স— সব মিলিয়ে কেমন হল এই ছবি! লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

বড়পর্দার হিরো মানেই গ্ল্যামার, অর্থ, নাম, যশ, ঝাঁ-চকচকে ব্যাপার। কিন্তু সুপারস্টার হতে যে পথটা পেরতে হয়, স্টারডম ধরে রাখতে যতটা স্ট্রাগল করতে হয় তা শুধুমাত্র একজন স্টারই জানেন। সদ্য মুক্তি পেয়েছে রণবীর সিং-এর ‘ধুরন্ধর’। ছবিতে তাঁকে দুরন্ত লেগেছে। পেশিবহুল চেহারা তো নায়কদের কমবেশি থাকেই কিন্তু তার একটা মাপকাঠি হয়। সেই মাপকাঠিও ছাপিয়ে গেছেন রণবীর। এই ছবিতে রণবীরের অভিনয়ের সঙ্গে যা ভীষণভাবেই চর্চিত তা হল তাঁর চেহারা এবং লুক। ছবির জন্যই রণবীর এই চেহারা তৈরি করেছেন। ‘ধুরন্ধর’-এর প্রস্তুতিতে তিনি কোনও কসুর বাকি রাখেননি। এই বিষয় তাঁকে সাহায্য করেছেন তাঁরই ব্যক্তিগত ফিটনেস প্রশিক্ষক লয়েড-স্টিভেন্স। যদিও রণবীর সারাবছর একটা ফিটনেস রুটিনের মধ্যেই থাকেন কিন্তু এই পর্বে তিনি নিয়মিত আরও কঠোরভাবে স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজের সঙ্গে প্রচুর কার্ডিও করেছেন। ফলে তার শরীরে ছিটেফোঁটা মেদ নেই কিন্তু পেশির ঘনত্ব বেড়ে গেছে অনেকটাই। জিমের পাশাপাশি সাঁতার কেটেছেন এবং নিজের লাইফ-স্টাইলেও এনেছেন আমুল পরিবর্তন। নো কার্ব প্রোটিন ডায়েট রুটিন মেনে চলেছেন। অন্যান্য জরুরি খাবারের সঙ্গে ওটস, বাদাম, ডিটক্স ড্রিঙ্কস অবশ্যই ছিল তার ডায়েটে। এ ছাড়া নিয়মিত খেতেন অশ্বগন্ধা, খেজুর এবং শিলাজিৎ দিয়ে তৈরি এক বিশেষ ধরনের লাড্ডু। ‘ধুরন্ধর’-এর প্রস্তুতির জন্য নিজের ওপর ওয়র্ক করা এতটা মারাত্মক ছিল বলেই ছবির আউটকাম এত ভাল হয়েছে। ‘রকি ওউর রানি কি প্রেম কাহানি’র মতো একটা রোম্যান্টিক চরিত্রে অভিনয়ের পরে রণবীরের নিজেকে এই আমূল ভেঙে নতুন করে গড়ে তোলা দর্শক, সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আসলে একটা চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে না পারলে, তাকে যাপন করতে না পারলে সেই চরিত্রকে সফল করা যায় না। তাই বোধহয় ‘ধুরন্ধর’-অভিনেতা রণবীর সিং-এর জীবনে অন্যতম সফল ছবির তালিকায় নাম লেখাল।

‘ধুরন্ধর’ ছবিটি শুরু থেকেই হাইপড। ছবির প্রচার সবসময়ই তুঙ্গে ছিল। ফলে ছবিটা রিলিজের পরেই বক্স অফিসেও পড়ে গিয়েছে শোরগোল। নানা বাধা-বিপত্তি, আইনি জটিলতা, বিতর্ক পেরিয়ে মুক্তির দু-দিনেই বোঝা গেল ঝড় কাকে বলে! ইতিমধ্যে এই ছবি পেরিয়ে গেছে ১০০ কোটির গণ্ডি। এত সফল হবার কারণ কী? এটি একটি রাজনৈতিক স্পাই থ্রিলার। বিষয় আদতে ভারত, পাকিস্তান দ্বৈরথ। বিভিন্ন ঘটনাক্রম নিয়ে ছবিতে সেই দ্বৈরথ সামনে আসবে যেমন ১৯৯৯-এর কান্দাহার হাইজ্যাক, ২০০১-এর সংসদ হামলা থেকে ২০০৮-এর মুম্বই হামলা— এই সব কিছুকে একত্রে এনে টানটান চিত্রনাট্যে বোনা হয়েছে ছবির গল্প। গুপ্তচর বৃত্তিতে প্রতিমুহূর্তের জীবনসংশয়, সংঘর্ষ, জঙ্গিঘাঁটি, পাক-বালোচ কড়চা, অপরাধচক্র— সবটাই উঠে এসছে খুব ঝকঝকে, স্মার্ট মোড়কে। ছবির পরিচালক আদিত্য ধর। এটি সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ এরপরে আসবে আরও অধ্যায়। এতে সমস্যা নেই কিন্তু পরিচালকেরা ফ্রাঞ্চাইজির ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রথম পর্বের সাফল্যের ধারাটা ঠিক বজায় রাখতে পারেন না, পরবর্তী পর্বগুলোয়। ‘ধুরন্ধর’-এর ক্ষেত্রে কী হয় সেটাই এখন দেখার। তবে প্রথমটিকে স্পাই থ্রিলার হিসেবে একশোয় একশো দেওয়া যেতেই পারে।

সিনেমার দৈর্ঘ্য ৩ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট। এই সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় পাকিস্তানের করাচির লিয়ারি নামের এক অন্ধকার জগতের দুর্ধর্ষ দস্যুবৃত্তির হাড়হিম গাথা তুলে ধরেছেন পরিচালক। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর একাধিক গোপন মিশনের থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই ছবিটি করেছেন পরিচালক আদিত্য ধর। এটি সরাসরি সশস্ত্র বাহিনীর গল্প নয়, বরং সেই মানুষগুলোর কথা বলবে যারা নীরবে যুদ্ধ করে, নিজের নাম, পরিচয়, এমনকী ব্যক্তিগত জীবন বিসর্জন দিয়ে দেশের জন্য কাজ করে।

কান্দাহার হাইজ্যাক দিয়ে ছবি শুরু। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন ভারতের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান অজয় সান্যাল। পাকিস্তান থেকে পরিচালিত এক ভয়ঙ্কর জঙ্গি নেটওয়ার্ক গুঁড়িয়ে দিতে তিনি তৈরি করেন এক অসম্ভব দুঃসাহসিক গোয়েন্দা অভিযান। সেই বিপজ্জনক মিশনের জন্য সান্যাল বেছে নেন পাঞ্জাবের এক যুবককে। সে এক বন্দি। ছেলেটির ভেতরের ছিল প্রচণ্ড রাগ। সেই টগবগে শক্তি, রাগ এবং জেদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভয়ংকর শক্তিকে বুঝেছিলেন সান্যাল এবং বিশেষ মিশনের জন্য তাকে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। শুরু হয় অপারেশন ‘ধুরন্ধর’। লক্ষ্য একটাই শত্রু দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ড মাফিয়াদের ভেতরে ঢুকে তাদের শিকড় উপড়ে ফেলা। আর সেই লড়াইয়ে ব্রহ্মাস্ত্র হল ‘হামজা আলি মাজারি’— এই চরিত্রে রয়েছেন রণবীর সিং। ধুন্ধুমার অ্যাকশন, প্রেম, বিয়ে, রোমান্স— বাণিজ্যিক ছবির যাবতীয় মালমশলা রয়েছে এই ছবিতে। ডিটেলিং খুব ভাল।

এই ছবির মুখ্যভূমিকায় রণবীর সিং ছাড়াও রয়েছেন সঞ্জয় দত্ত, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদী, মানব গোহিল, ড্যানিশ পান্ডোর প্রমুখ। রণবীরের পাশাপাশি যাদের অভিনয় বেশ চর্চিত তাঁরা হলেন অক্ষয় খান্না, আর মাধবন। ছবিতে অক্ষয় খান্নার একটা সংলাপ নিয়ে বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছে সম্প্রতি। তাঁর অভিনয় মনে রাখবেন দর্শক, গোয়েন্দা-প্রধান সান্যালের চরিত্রের সঙ্গে অনেক মিল রয়েছে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের। এই চরিত্রে রয়েছেন আর মাধবন। আইএসআইয়ের মেজর ইকবালের চরিত্রে অর্জুন রামপাল ভাল। বাকিটা তোলা থাক যাঁরা এখনও ছবিটি দেখেননি তাঁদের জন্য। ছবির কাহিনিকার আদিত্য ধর। প্রযোজনায় আদিত্য ধর, লোকেশ ধর ও জ্যোতি দেশপান্ডে। সিনেমাটোগ্রাফিকে যদি অসাধারণ বলা হয় তার কৃতিত্ব বিকাশ নওলাখার। সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর দর্শকদের গায়ে কাঁটা দেবে।

মাঠে ময়দানে
12 December, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভালবাসতাম বলেই ক্রিকেট শুরু করেছিলাম। স্কুলে পড়ার সময় দিনে ১২ ঘণ্টা মাঠে পড়ে থাকতাম। বললেন শচীন

এমবাপে-হীন ম্যাচে হালান্ডের দাপট

সিটির কাছে হেরে চাপ বাড়ল রিয়াল মাদ্রিদের

পেনাল্টি থেকে ম্যান সিটির দ্বিতীয় গোল করার পর হালান্ডকে নিয়ে সতীর্থদের উৎসব।

মাদ্রিদ, ১১ ডিসেম্বর : চোটের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটা শেষ মুহূর্তে ছিটকে গিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। একই কারণে ছিলেন না দানি কারভাহাল, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার এবং এদের মিলিতাও। নিটফল, ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে ১-২ গোলে হারল রিয়াল মাদ্রিদ। পরিসংখ্যান বলছে, সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে শেষ ৮ ম্যাচে মাত্র দু'টিতে জিতেছে রিয়াল। সব মিলিয়ে রীতিমতো কোণঠাসা কোচ জাভি আলোন্সো।

ম্যাচে অবশ্য শুরুটা ভালই করেছিল রিয়াল। ২৮ মিনিটে রডরিগোর গোলে এগিয়ে গিয়েছিল স্প্যানিশ জায়ান্টরা। জুড বেলিংহ্যামের বাড়ানো বল ধরে সিটি বক্সে ঢুকে কোনাকুনি শটে জাল কাঁপান রডরিগো। যা চলতি মরশুমে ব্রাজিলীয় ফরোয়ার্ডের প্রথম গোল। কিন্তু ৩৫ মিনিটেই রিয়াল গোলকিপার থিবো কুর্তোয়ার ভুলে ১-১ করে ফেলে সিটি। রায়ান চেরকির নেওয়া কর্নার থেকে ইয়োস্কা গাভার্দিওলের হেড কুর্তোয়ার হাত থেকে ছিটকে বেরোতেই, ফিরতি বল জালে জড়ান নিকো ও'রিলি।

৮ মিনিট পরেই ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় সিটি। আর্লিং হালান্ডকে নিজেদের বক্সে ফাউল করেছিলেন রিয়াল ডিফেন্ডার আন্তোনিও রুডিগার। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি হালান্ড। বিরতির ঠিক আগে কুর্তোয়া চেরকির শট না বাঁচালে, রিয়ালের হারের ব্যবধান আরও বাড়ত। দ্বিতীয়ার্ধেও খেলা কার্যত হয়েছে কুর্তোয়া বনাম সিটির মধ্যে। সব মিলিয়ে ম্যাচে ৬টি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়েছেন রিয়াল গোলকিপার। ম্যাচের শেষ ১০ মিনিটে অবশ্য মরিয়া হয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়েছিল রিয়াল। কিন্তু সিটি রক্ষণকে প্রবল চাপে ফেলেও, কাজের কাজটি করতে পারেননি ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা।

ম্যাচের পর হতাশ আলোন্সোর বক্তব্য, ম্যাচের ফল মেনে নিতেই হবে। এমন কঠিন পরিস্থিতির মুখে বহু কোচকে পড়তে হয়েছে। আমাদের বাস্তবকে মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগোতে হবে। নিজেদের ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আজকের ম্যাচটা হেরে গেলেও, বেশ কিছু ইতিবাচক দিক আমার চোখে পড়েছে। বিশ্বাস করি, এই দলটাই ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আমরা এখনও লড়াইয়ে রয়েছি।

নিউজিল্যান্ড এগিয়ে গেল

ওয়েলিংটন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়েলিংটন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে চালকের আসনে নিউজিল্যান্ড। গতকালের বিনা উইকেটে ২৪ রান হাতে নিয়ে বৃহস্পতিবার মাঠে নেমেছিল কিউয়িরা। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৭৮ রানে। ফলে ৭৩ রানের লিড নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। মিচেল হে ৬১ এবং ডেভন কনওয়ে ৬০ রান করেন। ক্যারিবিয়ান বোলারদের মধ্যে অ্যান্ডারসন ফিলিপ ৩টি ও কেমার রোচ ২টি উইকেট নেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ২ উইকেটে ৩২ রান। এখনও নিউজিল্যান্ডের থেকে ৪১ রানে পিছিয়ে রয়েছে ক্যারিবিয়ানরা।

বাংলার ড্র

প্রতিবেদন : কোচবিহার ট্রফিতে গোয়ার বিরুদ্ধে এক পয়েন্ট পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল বাংলাকে। প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে গোয়া পেয়েছে তিন পয়েন্ট। ম্যাচের শেষ দিনে ৯ উইকেটে ২৫৫ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল বাংলা। সরাসরি জেতার জন্য গোয়ার টার্গেট ছিল ২২৯ রান। অন্যদিকে, ১০ উইকেট তুলতে হত বাংলাকে। কিন্তু গোয়া ৬ উইকেটে ১২৬ রান তোলার পর ম্যাচ ড্র বলে ঘোষণা করেন আম্পায়াররা। ৪ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট পাওয়া বাংলাকে নকআউটে ওঠার জন্য শেষ ম্যাচে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে জিততেই হবে।

আইপিএলের আগে দেশ, দাবি কপিলের

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : আগামী ১৬ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) আইপিএলের মিনি নিলাম। আবু ধাবিতে বসবে নিলামের আসর। নিলামে নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে অঙ্ক কষতে ব্যস্ত সব ক'টি ফ্র্যাঞ্চাইজি। গোটা দুনিয়া জুড়ে এখন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-২০ ক্রিকেটের রমরমা। মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জনের জন্য অনেক ক্রিকেটারই দেশের হয়ে মাঠে না নেমে, আইপিএলে খেলছেন।

এই প্রসঙ্গ কপিল দেবের বক্তব্য, প্রত্যেকেরই অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। তবে কিছু কিছু খেলোয়াড়ের কাছে টাকাটাই সবকিছু! আমি এখনও বিশ্বাস করি, আইপিএলে খেলার থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ দেশের হয়ে খেলা। তবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব চিন্তাধারা রয়েছে।

তবে টি-২০ ফরম্যাট নিয়ে বিশ্বকাপজয়ী প্রথম ভারতীয় অধিনায়কের কোনও আপত্তি নেই। কপিল বরং বলছেন, আমি ক্রিকেট ভালবাসি। সেটা দু'বলে হোক বা ১০০ বলের অথবা ১০০ ওভার বা ১০ ওভারের। দিনের শেষে খেলাটার নাম তো ক্রিকেট। লাল বলের ফরম্যাটে কোচ হিসাবে গৌতম গম্ভীরের পারফরম্যান্স খুব খারাপ। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ০-২ ফলে টেস্ট সিরিজ হেরেছে ভারত। তাহলে কি সাদা বল ও লাল বলে আলাদা আলাদা কোচের প্রয়োজন রয়েছে? কপিল বলছেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে বিসিসিআইকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ক্রিকেটের জন্য যেটা ভাল হয়, বোর্ডের সেটাই করা উচিত। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির বিশ্বকাপ ভাগ্য নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে কপিলের বক্তব্য, ওদের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। ক্রিকেটের ফাঁকে ওরা সময় পেলে গলফও খেলুক।

গাব্বায় স্মিথ-জোফ্রা কাণ্ডের জের

পন্টিংয়ের ফের মাঠে নামতে ইচ্ছে করছে

অ্যাডিলেড, ১১ ডিসেম্বর : গাব্বায় স্টিভ স্মিথ ও জোফ্রা আর্চারের উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময় দেখে রিকি পন্টিং এখন তাঁর খেলোয়াড় জীবনকে মিস করছেন। এর সঙ্গে তিনি এ-ও বলেছেন যে, যখন খেলা ইংল্যান্ডের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়েছে তখন জোফ্রা আরও জোরে বল করতে গিয়ে নিজেকেই লজ্জায় ফেলেছেন।

অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্ট হবে পরের সপ্তাহে। তার আগে প্রথম দুই টেস্টে হেরে ইংল্যান্ড এখন অ্যাসেজ হাতছাড়া করার অবস্থায় রয়েছে। ব্রিসবেনে অস্ট্রেলিয়ার যখন জিততে আর ৬৯ রান দরকার ছিল তখন জোফ্রা আরও জোরে বল করার চেষ্টায় ছিলেন। সেটা দেখে স্মিথ তাঁকে বলেছিলেন, যখন কিছুই আর বাকি নেই তখন জোরে বল করছ কেন চ্যাম্পিয়ন। পন্টিংও কমেন্ট্রি বক্সে বসে বলে ওঠেন, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে চ্যাম্পিয়ন! পরে তিনি বলেছেন, খুব বেশি ম্যাচে আমি এমন বলি না। আসলে স্মিথ ওকে চ্যাম্পিয়ন বলায় আমিও বলে ফেলেছিলাম। তাঁর মনে হয়েছে এরকম করে জোফ্রা নিজেকেই অস্বস্তিতে ফেলেছেন। বরং তৃতীয় দিনে যখন জোফ্রাকে জোরে বল করতে হত তখন তিনি সেটা করেননি। প্রথম দিন সকালেও জোফ্রাকে জোরে বল করতে দেখা যায়নি। দুটি টেস্টে জোফ্রা তিনটি উইকেট নিয়েছেন।

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক টিম পেইন মনে করেন এখনও অ্যাসেজ শেষ হয়ে যায়নি। অ্যাডিলেডে বেন স্টোকসদের জয়ের ভাল সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেছেন অ্যাডিলেডের উইকেটে বাউন্স আছে। আর ওখানে উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পাল্টেও যায় না। পেইন জানিয়েছেন, প্রথম দুটি টেস্ট তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলেও যথেষ্ট উপভোগ্য ক্রিকেট হয়েছে। অ্যাডিলেডে ট্রাভিস হেড কোথায় ব্যাট করবেন তা নিয়ে কৌতূহল রয়েছে। পেইন অবশ্য তাঁকে পাঁচে ব্যাট করতে দেখলে অবাক হবেন না।

ছয়ে ছয় আর্সেনালের, ড্র পিএসজির

ব্রুগস, ১১ ডিসেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই ছুটছে আর্সেনাল। অ্যাওয়ে ক্লাব ব্রুগাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে টানা ষষ্ঠ জয়ের স্বাদ পেয়েছে মিকেল আর্তেতার দল। ফলে ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শীর্ষই রইল আর্সেনাল। অন্যদিকে, হোঁচট খেয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি।

আর্সেনালের জয়ের নায়ক ২৩ বছর বয়সী উইঙ্গার ননি মাদুয়েকে। জোড়া গোল করেছেন তিনি। ম্যাচের ২৫ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন মাদুয়েকে। ৪ মিনিটে তাঁর গোলেই ব্যবধান দ্বিগুণ করে আর্সেনাল। এর পর ৫৬ মিনিটে ক্লাব ব্রুগার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। অন্যদিকে, স্প্যানিশ ক্লাব অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে পিএসজি। লুইস এনরিকের ফুটবলাররা একের পর এক সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়েছেন ম্যাচটা ড্র করে। পিএসজির দুর্ভাগ্য, দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাডলি বার্কোলার শট বিলবাও গোলকিপারকে পরাস্ত করেও বারে লেগে ফিরে আসে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে জুভেন্টাস ২-০ গোলে হারিয়েছে পাফোসকে। ২-২ ড্র হয়েছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম লেভারকুসেন ম্যাচ। ভিয়ারিয়াল আবার ২-৩ গোলে হেরেছে কোপেনহেগেনের কাছে। বেনফিকা ২-০ গোলে হারিয়েছে নাপোলিকে। বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ও বোর্দোর ম্যাচ ২-২ ড্র হয়েছে।

জোড়া গোল আর্সেনালের মাদুয়েকের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এশিয়া ব্যাডমিন্টন টিম চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলে পিভি সিন্ধু, লক্ষ্য সেনরা

মাঠে ময়দানে

12 December, 2025 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১২ ডিসেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

মিয়ামি থেকে দুবাই, জেটল্যাগ কাটিয়ে রাত দেড়টায় শহরে

তিন দিনের মেসি-নামা

প্রতিবেদন : মিয়ামি থেকে সরাসরি কলকাতায় আসছেন লিওনেল মেসি। মাঝে জেট ল্যাগ কাটানোর জন্য তিনি দুবাইয়ে কাটাবেন। মেসি কলকাতায় নামছেন রাত দেড়টায়। শনিবার সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত ঠাসা প্রোগ্রাম শহরে। দেখা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও।

কলকাতায় সকাল সাড়ে ন'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত হবে মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠান। সাড়ে দশটা থেকে সওয়া এগারোটা পর্যন্ত মেসির মূর্তির ভার্চুয়াল উদ্বোধন। এগারোটা পনেরো থেকে এগারোটা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে তিনি যুবভারতীতে পা রাখবেন। স্টেডিয়ামে আসার পর সাড়ে এগারোটায় তাঁর সঙ্গে যোগ দেবেন বলিউড তারকা শাহরুখ খান। বারোটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যুবভারতীতে আসবেন। বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত প্রদর্শনী ম্যাচ, সংবর্ধনা ও কথোপকথন। দুটোয় তিনি হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা হবেন।

কলকাতা পর্ব মিটিয়ে শুক্রবার দুপুরে হায়দরাবাদে পৌঁছনোর পর সেখানে সেভেন আ সাইড ফুটবলে অংশ নেবেন মেসি। রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বিশিষ্টদের অনেকেই এই ম্যাচে খেলবেন। অতঃপর মেসির সম্মানে হায়দরাবাদে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। হায়দরাবাদের পর মেসির গন্তব্য হল মুম্বই। ১৪ সেপ্টেম্বর সেখানে বেলা সাড়ে তিনটেয় ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় প্যাডেল কাপে অংশ নেবেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। বেলা চারটেয় সেলিব্রিটি ফুটবল ম্যাচ। পরের অনুষ্ঠান বিকেল পাঁচটায় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। সেখানে চ্যারিটি ফ্যাশন শোয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

পরের দিন, ১৫ ডিসেম্বর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর মেসি মিনার্ভা অ্যাকাডেমির খেলোয়াড়দের সঙ্গে মিলিত হবেন। ২০১১-তে কলকাতায় ভেনেজুয়েলার সঙ্গে আর্জেন্টিনার হয়ে একটি প্রীতি ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন মেসি। আর্জেন্টিনা সেই ম্যাচ জিতেছিল ১-০ গোলে। এটি তাঁর দ্বিতীয় কলকাতা সফর। তিন দিনের এই সফরে মেসি ছাড়াও দেখা যাবে লুই সুয়ারেজ ও রডরিগো ডে পলকে।

করাচিকে হারিয়ে শীর্ষেই ইস্টবেঙ্গল

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ

গোলের উচ্ছ্বাস নানজিরির।

প্রতিবেদন : মেয়েদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে করাচি সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচটিকে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ হিসেবে দেখা হচ্ছিল। ফুটবলের ময়দানে পাক দলকে উড়িয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করল ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। বৃহস্পতিবার কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের করাচি সিটিকে ২-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার দৌড়ে এগিয়ে গেল 'মশাল গার্ল'রা। ইস্টবেঙ্গলের দুই গোলদাতা সুলঞ্জনা রাউল ও রেস্টি নানজিরি। টুর্নামেন্টের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষেই রইল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম ম্যাচে ভুটানের দলকে চার গোলে হারিয়েছিল তারা। পাক দলটির বিরুদ্ধে শুরু থেকে দাপট দেখিয়ে শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। গোল করেন সুলঞ্জনা। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে মিনিট চারেকের মধ্যে গোল করে ব্যবধান বাড়ান নানজিরি। রাউন্ড রবিন লিগে আরও দু'টি ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। গ্রুপ শীর্ষে থাকা দল ফাইনালে খেলবে। করাচি সিটিকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পথে এগিয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল।

ক্লাবরা চায় পুরো দায়িত্ব, চরমপত্র ফেডারেশনকে

প্রতিবেদন : আইএসএল আয়োজন করার সময় ক্রমশ কমে আসছে। বুধবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের দায়সারা একটি চিঠি পেয়ে ক্ষোভ আরও বেড়েছে ক্লাবগুলোর। মোহনবাগান সিইও বিনয় চোপড়ার নেতৃত্বে আইএসএলের ক্লাবজোট বৃহস্পতিবার কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়ে কড়া চিঠি পাঠিয়েছে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে। চিঠির কপি দেওয়া কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রককে। এবারও ১৩ ক্লাবের জোটে না থেকে চিঠিতে সই করেনি ইস্টবেঙ্গল।

ক্লাবজোটের পরামর্শ, বিনিয়োগ আনার জন্য অনুপযুক্ত ধারাগুলি বদলে সাংবিধানিক সমাধান করে স্পনসর আনার রাস্তা খোলা হোক, অথবা আইএসএল আয়োজনের পূর্ণ স্বত্ব ক্লাবগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হোক। তারজন্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি কাঠামো দরকার। তা নাহলে পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে ক্লাবগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। দেশের একমাত্র পেশাদার লিগ বন্ধ হলে বিনিয়োগকারী, স্পনসর এবং সমর্থকদের আস্থা হারাবে। বিপন্ন হবে বহু খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, কর্মী এবং তাদের পরিবার।

ফেডারেশনের চিঠির অস্পষ্টতায় ক্ষুব্ধ ক্লাবেরা। ক্লাবগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে আইএসএল আয়োজন করায় সায় দিয়েছিল এআইএফএফ। কিন্তু কল্যাণ চৌবেদের উপর আস্থা নেই ক্লাবজোটের। তারা সম্পূর্ণ নিজেদের হাতেই লিগ চালানোর স্বত্ব রাখতে চায়। ফেডারেশন চিঠিতে লিখেছিল, ২০ ডিসেম্বর সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় ক্লাবদের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে চায়। ক্লাবদের বক্তব্য, সেদিনের সভায় বিনিয়োগে বাধা দেওয়ার অনুপযুক্ত ধারাগুলি তুলে দেওয়ার জন্য সংশোধনী এনে সুপ্রিম কোর্টে অনুমোদন করানোর ব্যবস্থা করা হোক, অথবা ধারাগুলিকে সরানোর পথ সুগম করা হোক। তাতে স্বচ্ছভাবে একটি উপযুক্ত মার্কেটিং পার্টনার খুঁজে নেওয়া সম্ভব হবে। এটাও যদি না পারা যায়, তাহলে একমাত্র বিকল্প হিসেবে ফেডারেশন (সাংবিধানিক বাধা সরানোর পর) আইএসএলের দীর্ঘমেয়াদী স্বত্ব ক্লাবগুলোকে হস্তান্তর করতে পারে। ইউরোপ এবং বিশ্বের বহু লিগের মতো এখানেও ক্লাবেরাই লিগ চালাতে সম্পূর্ণভাবে তৈরি। সেটাই চরম আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে পারে সবাইকে। এআইএফএফ জবাবি চিঠিতে দায় এড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টে বল ঠেলে দিয়েছে। ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ণ লিখেছেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের দিকেই আমাদের তাকিয়ে থাকতে হবে। অথবা, যৌথভাবে সমমাধানসূত্র বের করতে হবে।

পাক হাঙ্গামা

লাহোর : পাকিস্তান মানেই যেন হাঙ্গামা আর বিশৃঙ্খলা! সেটা রাস্তায় হোক বা খেলার মাঠ। পাকিস্তানে ফুটবল মাঠে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ল পাক সেনার দল। ফুটবলার থেকে শুরু করে দু'দলের কর্তা একে অপরকে লাথি, ঘুসি মারতে থাকেন। সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানে জাতীয় গেমসের সেমিফাইনালে। খেলার শেষ বাঁশি বাজতেই ঝামেলা শুরু।

কাজ শুরু লোবেরার, হঠাৎ অসুস্থ আপুইয়া

মাঠে লোবেরা। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : শহরে এসে বুধবার টিম হোটেলেই ফুটবলারদের সঙ্গে মিটিং করেছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে টিমের স্পিরিট বুঝে নিতে চেয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার মাঠে নেমে কাজ শুরু করে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের নতুন হেড কোচ সের্জিও লোবেরা। যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে স্প্যানিশ কোচের সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করলেন ডিওগ্রাসিয়া মার্কুয়েজ। অনুশীলনে লোবেরা পরামর্শ দিচ্ছিলেন মাঝেমধ্যে। সেই মতো স্প্যানিশ কোচের সহকারী জেসন কামিন্স, মনবীর সিংদের ট্রেনিং করাচ্ছিলেন। মাঠ ছোট করে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসও হল ফুটবলারদের। সেখানে বেশ চনমনে দেখিয়েছে মোহনবাগান ফুটবলারদের। এদিন অনুশীলনে এলেও জ্বরের কারণে মাঠে নামতে পারেননি বাগানের মাঝমাঠের ভরসা আপুইয়া। কোচের সঙ্গে কথা বলে ছুটি নিয়ে হোটেলে ফিরে যান তিনি। সুস্থ হয়েই অনুশীলনে যোগ দেবেন আপুইয়া। অনুশীলনে গোড়ালিতে হালকা চোট পান ডিফেন্ডার টম অলড্রেড। তবে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর ফের অনুশীলন করেন।

আইএসএল শেষ পর্যন্ত হলে দলকে তৈরি করার জন্য মাসখানেকের মতো সময় পাবেন লোবেরা। স্প্যানিশ কোচ অবশ্য আত্মবিশ্বাসী টিম মোহনবাগান নিয়ে।

কলকাতায় আসছি, বার্তা শাহরুখের

প্রতিবেদন : ফুটবলের বরপুত্র লিওনেল মেসির শহরে পা রাখার অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন ভক্তরা। সেই কলকাতা এবং যুবভারতীতেই দ্বিতীয়বার মেসির পা রাখার মাহেন্দ্রক্ষণ সামনে। শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। মেসির সম্মানে যুবভারতীতে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের 'গোট ইন্ডিয়া ট্যুর ২০২৫'-এর কলকাতা পর্ব নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে শহরের ফুটবলপ্রেমীদের। উন্মাদনার পারদ বৃহস্পতিবার আরও বাড়িয়ে দিলেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। শনিবাসরীয় মেসির মঞ্চে থাকার কথা নিজেই জানিয়ে দিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্ণধার।

গোট কনসার্টে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস আর বলিউড মিলে যাচ্ছে। থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ, বাইচুং ভুটিয়ারা। এদিন কিং খান নিজেই সমাজমাধ্যমে জানিয়ে দিলেন, মেসি রাইডের অপেক্ষায় তিনি। ফুটবলের ঈশ্বরের সঙ্গে বাদশা-দর্শন কলকাতাবাসীদের জন্য পরমপ্রাপ্তি হতে চলেছে। এদিন এক্স হ্যান্ডলে শাহরুখ লিখেছেন, 'এবার কলকাতায় নাইট প্ল্যান করছি না। আশা করি, সেদিন শুধু হবে 'মেসি রাইড'। ১৩ ডিসেম্বর সল্টলেক স্টেডিয়ামে দেখা হচ্ছে'।

মেসি শো-এর টিকিটের চাহিদা আকাশছোঁয়া। যুবভারতীর দর্শকাসন বাড়িয়ে ৭৫ হাজার করা হয়েছে। বহুমূল্যের টিকিটও শেষ মুহূর্তে কাউন্টার থেকে কাটার ধুম ছিল গত কয়েক দিনে। যুবভারতীতে মেসির সামনে মোহনবাগান মেসি অলস্টার্স ও ডায়মন্ড হারবার মেসি অলস্টার্সের মধ্যে একটি প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সেই ম্যাচের পর আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির হাতে বিশেষ উপহার তুলে দেবে মোহনবাগান ও ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব। মোহনবাগান ১৯১১-র ঐতিহাসিক অমর একাদশনের জার্সি মেসির হাতে তুলে দেবে। জার্সিতে লেখা থাকবে মেসির নাম ও জার্সি নম্বর ১০। ডায়মন্ড হারবার জার্সির পাশাপাশি দেবে নানা উপহারের ডালি নিয়ে গিফট বক্স। প্রীতি ম্যাচে মোহনবাগানের হয়ে খেলবেন ব্যারেটো, দীপেন্দু বিশ্বাস, শিল্টন পালরা। কোচ মানস ভট্টাচার্য। ডায়মন্ড হারবারের হয়ে বিক্রমজিৎ সিং, অভিষেক দাসদের সঙ্গে খেলবেন কিট ম্যান, ট্রেনার, ফিজিও, টিম ম্যানেজারও।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই অনলাইনে শুরু হল টি-২০ বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রি

ডি'ককের দাপটে সিরিজে সমতা

দক্ষিণ আফ্রিকা ২১৩-৪ (২০ ওভার)
ভারত ১৬২ (১৯.১ ওভার)

মুল্লানপুর, ১১ ডিসেম্বর : কটকে যতটা ভাল খেলেছিল ভারত, নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে ঠিক ততটাই খারাপ খেলল। বোলিং, ব্যাটিং দুই বিভাগেই হতাশ করল গৌতম গম্ভীরের ভারত। এতদিন টি-২০'তে দাপট দেখাচ্ছিল দল। এদিন সেখানেও দাগ লাগল। কুইন্টন ডি'ককের ব্যাটে ভর করে ভারতকে ৫১ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা। ঘরের মাঠে ব্যর্থ পাঞ্জাবের তিন তারকা শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা ও অর্শদীপ সিং। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ব্যাটে রানের খরা চলছেই। লড়াই করলেন একা তিলক ভার্মা। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আর ৮টি ম্যাচ পাবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। চলতি সিরিজে সূর্যদের পরের ম্যাচ রবিবার ধর্মশালায়।

এদিন টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন সূর্য। ভারতীয় বোলারদের উপর শুরু থেকে কর্তৃত্ব করেন কুইন্টন। বরুণ ছাড়া বাকি বোলারদের বিরুদ্ধে দ্রুতগতিতে রান তোলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার। তাঁকে সঙ্গ দেন মার্করাম। ডি'ককের সামনে চাপে পড়েন অর্শদীপ। এক ওভারে সাতটি ওয়াইড বল করেন বাঁ-হাতি পেসার। ফলে ১৩ বলের ওভার করে লজ্জার নজির গড়েন অর্শদীপ। দেন ১৮ রান।

ডি'কক ও মার্করামের ৮৩ রানের জুটি ভাঙেন

৯০ রান করার পথে মারমুখী মেজাজে ডি'কক। বৃহস্পতিবার।

সেই বরুণ। মনে হচ্ছিল নিশ্চিত সেঞ্চুরি অপেক্ষা করছে ডি'ককের। কিন্তু উইকেটের পিছনে দুর্দান্ত কাজ করেন জিতেশ শর্মা। বিদ্যুৎগতিতে রান আউট করেন জিতেশ। ৯০ রানে আউট ডি'কক। ততক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকা বড় রানের পথে। এরপর ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে (১৪) ফেরান অক্ষর প্যাটেল।

শেষদিকে ডোনোভান ফেরেরা (১৩ বলে ৩০) ও ডেভিড মিলার (১২ বলে ১৬) অপরাজিত থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর দুশো পেরোতে সাহায্য করেন। বুমরা ও অর্শদীপ এদিন হতাশ করলেন। দুই পেসার প্রচুর রান দিলেন। বিশেষ করে অর্শদীপ জঘন্য বল করেন। প্রচুর অতিরিক্ত রানও দেয় ভারত। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস শেষ করে ৪ উইকেটে ২১৩ রানে।

ম্যাচ জিততে রেকর্ড রান তাড়া করতে হত। কিন্তু শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। প্রথম ওভারেই রানের খাতা না খুলেই ফেরেন শুভমন। ছোট ফরম্যাটে টানা ব্যর্থ তিনি। মারমুখী শুরু করেও জানসেনের বলে আউট হন অভিষেক শর্মা (৮ বলে ১৭)। সূর্যর ব্যাটে যথারীতি রান নেই। এদিন তাঁর অবদান মাত্র ৫। তিলকের সঙ্গে লড়াইয়ে সঙ্গ দেন অক্ষর (২১), হার্দিক (২০), জিতেশরা (২৭)। কিন্তু দুশোর উপর রান তাড়া করে জেতার জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। কটকে প্রথম ম্যাচের নায়ক হার্দিক জীবন পেয়েও ২০ রানে থামলেন। তিলক (৩৪ বলে ৬২) একা লড়াই চালিয়ে গেলেও যোগ্য সঙ্গী পাননি। ভারত অলআউট হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে পেসার ওটনিল বার্টম্যান ৪ উইকেট নেন। মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডিদের ঝুলিতে ২টি করে উইকেট।

বিরাট ও রোহিত ভাই চাপ কমিয়েছে : যশস্বী

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : রো-কো'র উপস্থিতি ড্রেসিংরুমে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করে। একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও বাড়িয়ে দেয়। সাফ জানালেন যশস্বী জয়সওয়াল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ও একদিনের সিরিজে খেললেও, টি-২০ সিরিজের দলে নেই যশস্বী।

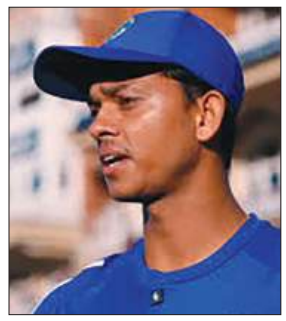

এক সাক্ষাৎকারে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে মুখ খুলেছেন যশস্বী। তিনি বলেছেন, রোহিত ভাই, বিরাট ভাই ড্রেসিংরুমে থাকলে, সারাক্ষণ খেলা নিয়ে আলোচনা হয়। ওরা নিজেদের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। কীভাবে ওরা দেশকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছে, তা শুনে আমরাও অনুপ্রাণিত হই। তরুণ বয়সে ওরা যে ভুলগুলো করেছিল, সেগুলো যাতে আমরা না করি, তারজন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেয়।

যশস্বী আরও বলেছেন, ওরা দু'জন থাকলে, দলের পরিবেশটাই পালটে যায়। আমরা বাড়তি ভরসা পাই। মাঠে খেলার সময় ওদের পাশে পেলে চাপমুক্ত হয়ে ব্যাট করতে পারি। তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ক্রিজে গিয়ে রোহিত ভাই বলেছিল, তুই চাপ নিস না। স্বাভাবিক ব্যাটিং কর। আমি চালিয়ে খেলছি। এমন কথা কজন বলে? পরে বিরাট ভাই ক্রিজে এসে বলল, ছোট ছোট লক্ষ্য নিয়ে খেল। আমরা দু'জনেই ম্যাচটা শেষ করে আসবো। ওদের মতো গ্রেট ক্রিকেটারদের পাশে খেলার সুযোগ আমার বড় প্রাপ্তি।

মাঠে ভুল করলে, রোহিতের কাছ থেকে যে তাঁকে ধমকও শুনতে হয়, সেটা গোপন করেননি যশস্বী। তাঁর বক্তব্য, রোহিত ভাই যখন বকে, তখন সেই ধমকের মধ্যে ভালবাসা ও প্রশ্রয় লুকিয়ে থাকে। এখন তো রোহিত ভাইয়ের ধমক না খেলেই আমার অস্বস্তি হয়। ভাবি, তাহলে কি বড় কোনও ভুল করলাম। রোহিত ভাই কি কোনও কারণে বিরক্ত হল। সত্যি কথা বলতে কী, ওর ধমক খেতে আমার ভালই লাগে।

গম্ভীরকে এবি সীমা ছাড়িও না

জোহানেসবার্গ, ১১ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ জিতে উঠে ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর জানিয়েছিলেন, ৫০ ওভারের ক্রিকেটে ব্যাটিং অর্ডারে নমনীয়তা একটু বেশি থাকা ভাল। কারও কোনও ব্যাটিং অর্ডার নির্দিষ্ট থাকবে না। বিশেষ করে মিডল অর্ডারে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকা ব্যাটার এবি ডি'ভিলিয়ার্স পুরোপুরি একমত নন গম্ভীরের সঙ্গে। টিম ইন্ডিয়ার কোচকে সতর্ক করে ডি'ভিলিয়ার্স জানিয়ে দিলেন, সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ডি'ভিলিয়ার্স বলেছেন, গম্ভীরের সঙ্গে আমি একটা পর্যায় পর্যন্ত একমত। ওয়ান ডে ক্রিকেটে আমি সবসময় অনির্দিষ্ট ব্যাটিং লাইন-আপ পছন্দ করে এসেছি। তবে ক্রিকেটারদের কার কী ভূমিকা, তা নিয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ঠিক নয়। এবি যোগ করেন, প্রথম তিনজন। এরপর চার থেকে ছ'নম্বর। তার পর শেষ দিকে টেল এন্ডারদের মধ্যে যারা ব্যাট করতে পারে। অনেকটা তিনটি বিভাগের মতো। ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বেশি সৃজনশীল হওয়া যায় না। বাঁ-হাতি, ডান হাতি জুটিকে খেলানো এবং পরে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটসম্যান নামাও। কিন্তু সীমা ছাড়িও না।

টি-২০ ক্রিকেটে ভারতীয় দলের ধারাবাহিকতায় মুগ্ধ এবি বলেন, ৩১ ম্যাচে ২৭টিতে জিতেছে ভারত। টি-২০ ফরম্যাটে এই ফল দুর্দান্ত। এই রকম ধারাবাহিকতা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ভারত ঠিক পথেই এগোচ্ছে।

হাজারের দলে বিরাট-ঋষভ

নয়াদিল্লি, ১১ ডিসেম্বর : আগেই জানা গিয়েছিল, দিল্লির হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলবেন বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার দিল্লি যে প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে, তাতে বিরাটের পাশাপাশি রয়েছে ঋষভ পন্থের নামও। ফলে ১৫ বছর পর ফের ঘরোয়া একদিনের ক্রিকেটে মাঠে নামতে চলেছেন বিরাট। গত বছর রঞ্জি ট্রফির একটি ম্যাচ খেললেও, বিরাট শেষবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছিলেন ২০১০ সালে। ২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে টুর্নামেন্ট। চলবে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এদিকে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ শুরু ১১ জানুয়ারি থেকে। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থা সূত্রের খবর, বিজয় হাজারের তিনটি ম্যাচ খেলে কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলার প্রস্তুতি নেবেন বিরাট। এদিকে, পঞ্চাশ ওভারের ফরম্যাটে উইকেটকিপিং করছেন কে এল রাহুল। ফলে জায়গা হচ্ছে না পন্থের। একদিনের দলে ফিরতে মরিয়া পন্থ তাই বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে বেতন কমতে পারে রো-কোর

মুম্বই, ১১ ডিসেম্বর : একদিনের ক্রিকেটে দুরন্ত ফর্মে থাকলেও বিসিসিআই-এর কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অবনমনের সম্ভাবনা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার। প্রোমোশন হতে চলেছে টেস্ট ও ওয়ান ডে অধিনায়ক শুভমন গিলের। তবে জল্পনা রো-কো'কে নিয়েই। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় চুক্তির বেতন কাঠামোয় সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' গ্রেড থেকে নেমে 'এ'-তে আসতে পারেন দুই মহাতারকা। সেক্ষেত্রে রো-কো'র বেতন কমবে ২ কোটি টাকা। ২২ ডিসেম্বর বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বার্ষিক সাধারণ সভা রয়েছে। অ্যাজেন্ডায় প্রধান বিষয় ক্রিকেটারদের চুক্তির বিষয়টি।

গত এপ্রিলে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় চুক্তির বেতন কাঠামোয় সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' পর্যায়ে রাখা হয়েছিল রোহিত ও বিরাটকে। তার আগে দু'জনে দেশের জার্সিতে টি-২০ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। সর্বোচ্চ গ্রেডে বিরাট-রোহিত ছাড়াও রবীন্দ্র জাদেজা এবং জসপ্রীত বুমরা রয়েছেন। তাঁদের বার্ষিক বেতন ৭ কোটি টাকা। কিন্তু চুক্তি ঘোষণার মাসখানেকের মধ্যে টেস্ট থেকেও অবসর নেন রো-কো। ফলে জাতীয় দলের হয়ে কেবল একটি ফরম্যাটেই দেখা যায় দু'জনকে। কেবলমাত্র তিন বা দুই ফরম্যাটে খেলা ক্রিকেটারদেরই 'এ প্লাস' গ্রেডে রাখা হয়। তাই রোহিত ও বিরাটকে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে 'এ' গ্রেডে। যেখানে বার্ষিক বেতন ৫ কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে ২ কোটি বেতন কমবে দুই তারকার।

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে উন্নতি হবে শুভমনের। টেস্ট ও ওয়ান ডে দলের অধিনায়ক হয়েছেন। তিন ফরম্যাটেই খেলছেন। তাই তাঁর সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' গ্রেডে উঠে আসা কার্যত নিশ্চিত। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের ঘরোয়া চুক্তির বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। ঐতিহাসিক বিশ্বকাপ জেতায় ঘরোয়া ক্রিকেটে হরমনপ্রীত কৌরদের বেতন বাড়ার সম্ভাবনা। তবে মেয়েদের কেন্দ্রীয় চুক্তির বিষয়টি বৈঠকের অ্যাজেন্ডায় নেই বলেই খবর।